পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ — চতুর্থ সংখ্যা

২৯শে 'তবলীগ'—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ইং

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم—بسم الله الرحمن الرحیم

এলহামী দোয়া

[হজরত মসিহ মাউদের (আঃ)]

رب اذهب عنی الرجس وطهرنی تطهیراً

"হে আমার প্রভো, অপবিত্রতা আমা হইতে দূরে রাখ এবং আমাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কর।"

ইহা যথাসম্ভব ১৮৭৪ কি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের এল্‌হাম। ইহার "শানে-নজুল" বা অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ সম্বন্ধে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বলেন ঃ—

"প্রায় ২৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, গুরুদাসপুরে আমি এক স্বপ্ন লাভ করি। আমি যেন একটি চারপায়ার উপর উপবিষ্ট। সেই চারপায়ারই বাম পার্শ্বে মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌ গজনবী সাহেব উপবিষ্ট। ইতিমধ্যে, আমার মনে হইল আমি তাঁহাকে চারপায়া হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিব। আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এমন কি যে, তিনি চারপায়া হইতে নামিয়া ভূমির উপর উপবেশন করিলেন। ইতিমধ্যে, তিন জন ফেরেস্তা আসমান হইতে দেখা দিলেন। তন্মধ্যে এক জনের নাম নাম ছিল 'খয়রাতী'। তাঁহারা তিন জনেই ভূমির উপর উপবেশন করিলেন। মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌ও ভূমির উপর ছিলেন। আমি চারপাইয়ের উপর উপবিষ্ট ছিলাম। তখন আমি তাঁহাদের সকলকে কহিলাম, "আমি দোয়া করিতেছি, আপনারা সকলে 'আমীন' বলুন।" তখন আমি এই দোয়া করিলাম ঃ—

رب اذهب عنی الرجس وطهرنی تطهیراً

("হে রাব্ব্‌, আমা হইতে অপবিত্রতা দূরে রাখ, আমাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কর)"

এই দোয়া করিবার পর তিন জন ফেরেস্তা ও মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌ আকাশের দিকে উত্থিত হইলেন। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল।

চক্ষু খুলিবা মাত্র আমার প্রতীতি জন্মিলে যে, মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌র মৃত্যু সন্নিকট এবং আমার জন্য আকাশে একটি অনুগ্রহের অভিপ্রায় আছে। অতঃপর, আমি সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া আসিতেছি যে, একটি স্বর্গীয় আকর্ষণ আমার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। এমন কি যে, অহি-এলাহীর সেলসেলা আরম্ভ হইয়াছে। সেই এক রাত্রিই ছিল, যখন খোদাতা'লা সম্পূর্ণ ও পরিপূরূপে সংস্কার সাধন করেন এবং আমার মধ্যে এমন এক পরিবর্ত্তন ঘটিল, যাহা মানব-হস্তে বা মানব-ইচ্ছায় সাধন হইতে পারিত না।

আমার মনে হয়, মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌ গজনবী এই জ্যোতির সাক্ষ্য প্রদানের জন্যই পাঞ্জাবের দিকে আকৃষ্ট হন। তিনি আমার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করেন। সেই সাক্ষ্য হাফেজ মোহাম্মদ ইয়ুসোফ ও তাঁহার ভ্রাতা মোহাম্মদ ইয়াকুব বর্ণনা করেন। কিন্তু, পরে পার্থিব প্রেম তাঁহাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

এখন, আমি খোদার কসম করিয়া বলি—যাঁহার মিথ্যা শপথ করা অভিশপ্ত "লানতী" ব্যক্তির কার্য্য—মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌ আমার স্বপ্নে আমার দাবীর 'তস্‌দীক' করেন। **আমি দোয়া করিতেছি যে,** 'যদি এই কসম মিথ্যা হইয়া থাকে, তবে হে 'কাদের', সর্ব্বশক্তিমান খোদা, আমাকে এই ব্যক্তিদেরই—যাহারা মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেবের সন্তান, কিম্বা তাঁহার 'মুরিদ কিম্বা শিষ্য—তাহাদের জীবনকালেই কঠোর আজাবের সহিত মৃত্যু দাও. নতুবা আমাকে বিজয়ী কর এবং তাহাদিগকে "লজ্জিত কিম্বা 'হদায়েত-প্রাপ্ত' কর।" মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌ সাহেবের আপন মুখ-নিসৃত বাক্যগুলি ছিল, **"আপনাকে স্বর্গীয় নিদর্শন এবং অন্যান্য প্রমাণ সম্বলিত তরবারী প্রদত্ত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত আমি পৃথিবীতে ছিলাম, আশা করিতেছিলাম যে, এমন ব্যক্তি খোদার তরফ হইতে পৃথিবীতে প্রেরিত হইবেন।"** ইহা আমার স্বপ্ন। ('তাজ্‌কেরা')

সুরাহ্‌ জুমার ভবিষ্যদ্বাণী

আঁ-হজরতের (সাঃ) পুনরাগমন, মসিহ মাহ্‌দীর আবির্ভাব—সাহাবাগণের (রাঃ) নূতন জমাত

[হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) প্রণীত 'তোহ্‌ফায় গলোড়বীয়া' * গ্রন্থ হইতে অনুদিত]

অনুবাদক—মোহাম্মদ আলী আনোয়ার

(৪)

বস্তুতঃ, আঁ-হজরতের (সাঃ) প্রথমাবির্ভাবের যুগ ছিল পঞ্চ সহস্র বর্ষ। ইহা **মোহাম্মদ** নামের প্রভাব প্রকাশের যুগ ছিল; অর্থাৎ এই **প্রথম আবির্ভাব** সূর্য্য-কিরণ সম প্রতাপময় (জালালী) নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য ছিল। কিন্তু **দ্বিতীয় আবির্ভাব,** যাহার প্রতি وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ("তাহাদেরই অন্যান্য গণের মধ্যে যাহারা এখনো তাহাদের সহিত যোগদান করে নাই।" সুরাহ্‌-জুমা—অনুবাদক) সম্বলিত আয়েত-করিমায় ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা **আহ্‌মদ** নামের প্রভা-বিকাশ বটে। ইহা চন্দ্রালোক সম মহিমাময় ('জামালী') নাম। † যেমন আয়েত ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد

["আমি (ইসা-আঃ) সুসংবাদ দিতেছি একজন রসুলের, তিনি আসিবেন আমার পর, তাঁহার নাম হইবে আহমদ।"—সুরাহ্‌ সাফ্‌—অনুবাদক] ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। এই আয়েতের ইহাই অর্থ যে, মাহ্‌দী মাহুদ—যাঁহার নাম আকাশে 'মাজাজী' বা রূপকভাবে আহ্‌মদ—যখন তিনি আবির্ভূত হইবেন, তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) যিনি প্রকৃতভাবে এই নামের 'মেসদাক' বা সত্যতা প্রকাশক—তিনি এই 'মাজাজী' বা রূপক আহ্‌মদ আকারে তাঁহার "জামালী তজল্লী" বা স্নিগ্ধ-মধুর জ্যোতিঃ প্রকাশ করিবেন। ইহাই সেই কথা যাহা ইতিপূর্ব্বে আমি আমার "এজালায় আওহাম" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি; অর্থাৎ আমি 'আহ্‌মদ' নামে আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-সাল্লাম) সহিত অংশী।

ইহাতে অজ্ঞ, মৌলবিগণ তাহাদের চির-অভ্যাস অনুযায়ী চীৎকার আরম্ভ করে। অথচ যদি ইহা অস্বীকার করা যায়, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সমস্ত শৃঙ্খলই ছিন্ন হইয়া পড়ে; বরং কোরান শরীফের 'তকজীব' বা অস্বীকার "লাজেম", স্বতঃ-সিদ্ধ হইয়া পড়ে—যাহা "নায়ুজুবিল্লাহ্‌" (খোদার শরণাপন্ন হই) কোফর পর্য্যন্ত অবস্থা পৌছায়।

সুতরাং, মোমেনের পক্ষে যেমন অন্যান্য 'আহ্‌কাম-এলাহী', ঐশী-আদেশাবলীর প্রতি ইমান রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য ('ফরজ') সেইরূপ আঁ-হজরতের (সাঃ) **দুইটি আবির্ভাব** আছে—ইহাতে ইমান রাখাও 'ফরজ', অত্যাবশ্যক। (১) প্রথম, 'মোহাম্মদী' আবির্ভাব। ইহা 'জালালী' বা প্রতাপান্বিত রূপ। ইহা 'মাররীখ'

---

† এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি স্মরণ-যোগ্য। আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) দ্বিতীয় আবির্ভাবে পূর্ণতম মহাজ্যোতিঃ ('আক্‌মাল আতাম্‌ তজল্লি-আজাম') শুধু আহমদ নামের প্রভা বটে। কারণ, দ্বিতীয় আবির্ভাব ষষ্ঠ সহস্রের শেষ ভাগে হওয়ার ছিল এবং ষষ্ঠ সহস্রের সম্বন্ধ "মুশতারী" নক্ষত্র বা বৃহস্পতির সহিত। ইহা ষষ্ঠ গ্রহ—খুন্নাস-কুন্নাসের অন্তর্গত। এই গ্রহের ক্রিয়া ('তাসির') এই যে, প্রত্যাদিষ্ট বিশ্ব-সংস্কারক মামুরদিগকে রক্তপাত হইতে বিরত রাখে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির সম্পদ বৃদ্ধি করে। এই জন্য যদিও একথা সত্য যে, এই দ্বিতীয় আবির্ভাবেও মোহাম্মদ নামের 'তজল্লী' বা জ্যোতিঃ—যাহা সূর্য্য-কিরণ স্বরূপ প্রতাপান্বিত জ্যোতিঃ ('জালালী-তজল্লী')—চন্দ্রালোকবৎ স্নিগ্ধ প্রভাময় জ্যোতির ('জামালী-তজল্লী') সহিত একত্রীভূত, কিন্তু সেই 'জামালী-তজল্লী'—সূর্য্য-কিরণবৎ প্রভাও আধ্যাত্মিকভাবে "জামালী রঙ্‌" বা চন্দ্রকিরণবৎ প্রভার অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, এখন "জালালী-তজল্লীর" (প্রতাপশালী জ্যোতিঃ) 'তাসির' তরবারীর কঠোরতা নহে, বরং যুক্তি প্রমাণের কঠোরতা বটে। কারণ, এখনকার আবির্ভাবের উপর "মুশতরী" বা বৃহস্পতি গ্রহের ছায়া রহিয়াছে—"মার্‌রীখ" বা মঙ্গল গ্রহের ছায়া নহে। এই নিমিত্ত বারম্বার এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, ষষ্ঠ সহস্র শুধু আহ্‌মদ নামের "মজহার-আতম" বা পূর্ণতম বিকাশ। ইহা 'জামালী-তজল্লী' বা স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ সাপেক্ষ।

* তৃতীয় সংস্করণ ১৫৫—১৬০ পৃঃ।

—মঙ্গল গ্রহের 'তাসির' বা ক্রিয়ার অধীন। ইহার সম্বন্ধে তৌরাতের বরাদ অনুযায়ী কোরান শরীফে এই আয়েত আছে :—

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم —

(অর্থাৎ, মোহম্মদ আল্লাহর রসুল—যাহারা তাঁহার সঙ্গে আছেন তাহারা কাফেরের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত দয়ার্দ্র চিত্ত—সুরাহ্‌ ফতেহ, ৪র্থ রুকু—অনুবাদক)। (২) দ্বিতীয়, 'আহ্‌মদী' আবির্ভাব। ইহার রূপ 'জামালী' বা স্নিগ্ধ-মধুর। ইহা 'মুশ্‌তারী'—বৃহস্পতি গ্রহের 'তাসির' বা ক্রিয়ার অধীন। ইহার সম্বন্ধে তৌরাতের বরাদ সহ কোরান শরীফে এই আয়েত আছে : —

ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد

('একজন রসুলের সুসংবাদ আমি দিতেছি, তিনি আমার পর আসিবেন। তাঁহার নাম হইবে আহ্‌মদ)—(সুরাহ্‌ সাফ—অনুবাদক)

যেহেতু, স্বয়ং ও স্বীয় খলিফাগণের সমগ্র সেল্‌সেলা (শৃঙ্খল) হিসাবে আঁ-হজরত (সাঃ) ও হজরত মুসার (আঃ) মধ্যে এক প্রকার স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান সৌসাদৃশ্য আছে, সেজন্য খোদা-তা'লা কোন মধ্যবর্ত্তী অবস্থা অবলম্বন ব্যতীত (বিলা-ওয়াস্তা') আঁ-হজরতকে (সাঃ) হজরত মুসার (আঃ) রঙে আবির্ভূত করেন। কিন্তু আঁ-জানাব (সাঃ) ও হজরত ইসার (আঃ) মধ্যে এক প্রকার গুপ্ত ও সূক্ষ্ম সৌসদৃশ্য ('মোমাসেলত') ছিল বলিয়া খোদা-তা'লা এক জন 'বরুজ' বা প্রতিবিম্বের মুকুরে সেই সংগোপিত সৌসাদৃশ্যের রঙ্‌ পূর্ণতম-ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে, মাহ্‌দী ও মসিহ্‌ হওয়ার উভয় গুণ আঁ-হজরতের (সাঃ) মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কোন মানব-শিক্ষকের 'এহসান' বা সৌজন্য ব্যতিরেকে শুধু খোদাতা'লা হইতে পূর্ণতম ধর্ম্মপথ ('কামেল হেদায়েত') প্রাপ্ত হওয়ায়—আঁ-হজরত (সাঃ) 'কামেল বা পূর্ণতম মাহ্‌দী' (হেদায়েত প্রাপ্ত) ছিলেন এবং দ্বিতীয় স্থলে হজরত মুসা (আঃ) মাহ্‌দী ছিলেন—তিনি খোদা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া বনি-ইস্রাইলের জন্য শরীয়তের (ধর্ম্ম বিধান) ভিত্তি স্থাপন করেন। তারপর, আঁ-হজরত (সাঃ) এই কারণেও মাহদী ছিলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা যাবতীয় কৃতকার্য্যতার পথ তাঁহার জন্য প্রসারিত করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে যাহারা পথের কণ্টক স্বরূপ ছিল, তাহাদের মূলোৎপাটন করেন। এ অর্থেও তাঁহার পর স্থানেই হজরত মুসাও (আঃ) মাহদী ছিলেন। কারণ, খোদা মুসার (আঃ) হস্তে বনি-ইস্রাইলের পথ উদ্‌ঘাটন করেন এবং ফেরাউন প্রভৃতি শত্রুগণ হইতে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করতঃ গন্তব্য স্থানে উপনীত করেন।

এই নিমিত্ত আঁ-হজরত (সাঃ) ও হজরত মুসা (আঃ) মাহ্‌দী হওয়ার উভয় অর্থেই সৌসাদৃশ্য ছিল ; অর্থাৎ সেই উভয় পবিত্র নবীর জন্য কৃতকার্য্যতার পথও শত্রু বিনাশক্রমে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং খোদাতা'লার নিকট হইতে শরীয়তের সমস্ত পন্থা বুঝান হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে অনস্তিত্ব স্বরূপ করিয়া উভয় শরীয়তের নব ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং সম্পূর্ণ নূতনভাবে সমগ্র সৌধ নির্ম্মিত হয়। কিন্তু 'কামেল' ও 'হাকিকী'—পূর্ণতম ও প্রকৃত—মাহ্‌দী পৃথিবীতে **একজনই** আসিয়াছেন, যিনি তাঁহার প্রতিপালক—'রাব্ব' ব্যতীত কোন শিক্ষক হইতে এক অক্ষরও পাঠ করেন নাই।

কিন্তু, যাহাই হোক না কেন, পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায় বিনষ্ট হওয়ার পর যাহাদের সম্বন্ধে আমাদিগকে বিস্তৃত জ্ঞান প্রদত্ত হয় নাই, শরীয়ত বা ধর্ম্ম-বিধানের ভিত্তি সংস্থাপক ও খোদা হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া হেদায়েত-প্রাপ্ত ছিলেন মুসা (আঃ)। তিনি যথাসাধ্য অনুপাস্য সমূহকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণকারীদের বিনাশ সাধন করেন এবং স্বীয় জাতিকে নিরাপদ করেন।

এই নিমিত্ত হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) যদিও মুসার (আঃ) অনুপাতে সর্ব্ব-দিক দিয়াই কামেল বা পূর্ণ মাহদী ছিলেন, কিন্তু সময় হিসাবে মুসার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন বলিয়া তিনি মুসার "মসিল" বা অনুরূপ নামে অভিহিত। কারণ, যেভাবে হজরত মুসা (আঃ) বিরুদ্ধবাদীদের বিনাশ সাধন এবং খোদা হইতে 'হেদায়েত' প্রাপ্ত হইয়া এক সুমহান শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং খোদা মুসার (আঃ) পথ এরূপ পরিষ্কার করেন যে, কেহই তাঁহার প্রতিকূলে তিষ্টিতে পারে নাই এবং খলিফাগণের এক সুদীর্ঘ সেলসেলা (শৃঙ্খল) তাঁহাকে প্রদত্ত হয়—ঠিক এই রূপ ও আকৃতি এবং এই শৃঙ্খলের অনুরূপ শৃঙ্খল বা সেলসেলা আঁ-হজরতকে (সাঃ) প্রদত্ত হয়।

সুতরাং, মুসা ও মোহাম্মদ (সাঃ) মধ্যে এক মহান সৌসাদৃশ্য—'মোমাসেতে আজমা'—বিদ্যমান এবং এই সাদৃশ্যে অধিকতর আশ্চর্য্য জনক বিষয় এই যে, আঁ-হজরতকেও (সাঃ) নব-শরীয়ত বা ধর্ম্ম-বিধান তখনই প্রদত্ত হয়, যখন পূর্ব্ববর্ত্তী ইহুদী-শরীয়ত, ইহুদীদের ধর্ম্ম বিশ্বাসে প্রবিষ্ট বিবিধ সংমিশ্রণ এবং হস্তক্ষেপ ও পরিবর্ত্তন বশতঃ—সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট

হইয়াছিল এবং তৌহিদ ও ঈশ্বরোপাসনার স্থান শেরেক ও সংসার-লিপ্ততা (দুনিয়া-পরস্তি) অধিকার করিয়াছিল।

বস্তুতঃ, আঁ-হজরতের (সাঃ) মুসার (আঃ) সহিত অতি দেদীপ্যমান ও সুস্পষ্ট সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে এবং উভয় নবী অর্থাৎ সৈয়দনা মোহাম্মদ (সাঃ) ও মুসা (আঃ) উভয় অর্থেই মাহদী—অর্থাৎ এ হিসাবেও মাহ্‌দী যে, খোদা হইতে তাঁহারা নূতন শরীয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তখন নূতন হেদায়েত প্রদত্ত হয়, যখন পূর্ব্ববর্ত্তী হেদায়েত মৌলিক অবস্থায় আর ছিল না—এবং তাঁহারা এ হিসাবেও মাহ্‌দী যে, খোদা শত্রুদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃতকার্য্যতার পন্থা প্রদর্শন করেন এবং জয় জয়াকার ও ঐশ্বর্য্যের পথ তাঁহাদের জন্য উদ্‌ঘাটিত করেন।

হজরত ইসার (আঃ) সহিতও আঁ হজরতের (সাঃ) দুইটি সাদৃশ্য আছে। (১) প্রথমতঃ, তিনি মসিহর ন্যায় মক্কায় বিরুদ্ধবাদিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভ করেন এবং বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁহাকে নিহত করিবার যে অভিপ্রায় করিয়াছিল, তাহাতে নিষ্ফল হয়। (২) দ্বিতীয়, তাঁহার জীবন সন্ন্যাসরূপী (زاهد انه) ছিল এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে খোদার প্রতি নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সমস্ত আনন্দ ও নয়ন জুড়াইবার সামগ্রী 'নামাজ' ও 'এবাদত' (উপাসনা) ছিল। এই উভয় গুণের দরুণ তাঁহার নাম ছিল **আহ্‌মদ**, অর্থাৎ খোদার প্রকৃত উপাসনা ও তাঁহার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার 'শোকরগুজার'—'ফজল' ও 'রহমের' জন্য কৃতজ্ঞ।

এই নাম ইহার বাস্তবতার দিক দিয়া ইসু يسوع নামের তুল্যার্থ বোধক। ইহার অর্থ, শত্রুদের আক্রমণ হইতে এবং 'নাফসের' (কুমতি) আক্রমণ হইতে মুক্ত।

আঁ-হজরতের (সাঃ) মক্কার জীবন হজরত ইসার (আঃ) সহিত সাদৃশ্য সম্পন্ন এবং মদিনার জীবন হজরত মুসার (আঃ) অনুরূপ। যেহেতু জীবনের তিনি 'তকমিলে হেদায়েত' বা পূর্ণ, ধর্ম্মপথ প্রদর্শনার্থ দুইটি 'বরুজ' প্রতিবিম্বাকারে আবির্ভূত হন। প্রথমতঃ, মোসীয় 'বরুজ' বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ। দ্বিতীয়, যিশুর 'বরুজ' বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ। এই কারণেই তৌরাত ও ইঞ্জিল উভয় হেদায়েতের সমষ্টি কোরান শরীফ অবতীর্ণ হয় এবং প্রত্যেক 'হেদায়েত', ঐশী-শিক্ষারই প্রতিপালন উহার স্থান ও অবস্থা ভেদে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় এবং এইরূপে ঐশী-শিক্ষা—"হেদায়েত এলাহী" সম্পূর্ণ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই নিমিত্ত 'তকমিলে হেদায়েত' বা ধর্ম্ম-শিক্ষার পূর্ণতা সাধনের পর যাহা কোন কোন 'বরুজ' বা প্রতিবিম্বের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে আঁ-হজরতে (সাঃ) পরম পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইরূপ 'তকমিলে-এশাআত' বা প্রচারের পূর্ণতা সাধনেরও আবশ্যক ছিল। তাহা এমন এক যুগে সম্পাদিত হওয়ার ছিল, যখন প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার উপকরণ উৎকৃষ্টতম উপায়ে ও পূর্ণতমরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সুতরাং, 'হেদায়েত' প্রচারের জন্য আঁ-হজরতের (সাঃ) প্রয়োজন হইয়াছিল দুই প্রকার 'বরুজ' বা প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছায়ার ; (১) প্রথমতঃ, মোহাম্মদীয়-মোসীয় 'বরুজ' (প্রতিবিম্ব), (২) দ্বিতীয়, আহমদী-ইসবী 'বরুজ' (প্রতিবিম্ব)।

মোহাম্মদীয় মোসীয় 'বরুজ' (প্রতিবিম্ব) হিসাবে, মোহাম্মদীয় সারবত্তা প্রকাশের ('মজহারে-হাকিকতে মোহাম্মদীয়া') নাম মাহদী রাখা হইয়াছে এবং ভ্রান্ত ধর্ম্ম সমূহের বিনাশার্থে তরবারীর কাজ লেখনি দ্বারা চালনা করা হইয়াছে। কারণ, যখন মানবেরা তাহাদের পন্থা পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং তরবারী সহ সত্যের প্রতিকূলতা করে নাই, তখন খোদাও তাঁহার ধারা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তরবারীর কার্য্য লেখনী দ্বার গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, খোদা তাঁহার দণ্ড বিধান ব্যাপারে মানুষের পদে পদে চলেন।

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم *

("নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্ত্তন করেন না, যে পর্য্যন্ত তাহারা স্বয়ং তাহাদের চিত্তের পরিবর্ত্তন সাধন না করে।"—অনুবাদক।

তারপর, 'আহমদী ইসবী বরুজ' (আহমদ ও ইসার প্রতিবিম্ব) হিসাবে, 'মজহারে-হাকিকাতে আহমদীয়া' বা আহমদীয়া সারবত্তা প্রকাশের নাম মসিহ ও ইসা রাখা হইয়াছে। মসিহ্‌ যেমন ইহুদীগণ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য যে ক্রোশ-কাষ্ঠের আয়োজন করিয়াছিল তাহার উপর জল লাভ করেন, সেইরূপ এই মসিহ্‌র কার্য্য সেই ক্রোশ-কাষ্ঠের উপর বিজয় লাভ—যাহা তাঁহার খোদার সৃজিত মানব ধ্বংসের উদ্দেশ্যে খৃষ্টানগণ আয়োজন করিয়াছে। তারপর, ইহাও তাঁহার একটি কার্য্য যে, ইহুদী প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভ করতঃ তাহাদেরও সংস্কার সাধন করিবেন এবং পরিশেষে শত্রুদের যাবতীয় প্রবঞ্চনা মূলক মিথ্যারোপ হইতে পবিত্র হইয়া সুনামের

সহিত খোদার দিকে উত্তোলিত হইবেন। যেমন, 'বারাহীনে-আহমদীয়ায়' আমার সম্বন্ধে এই এল্‌হাম আছে :—

يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى
ومطهرك من الذين كفروا الى يوم القيامة *

("হে ইসা, আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করিব এবং আমার দিকে উত্তোলন করিব এবং বিরুদ্ধবাদিগণ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং তোমার অনুবর্ত্তিগণকে কিয়ামত কাল পর্য্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের উপর প্রাধান্য প্রদান করিব।"—অনুবাদক)

'মোহাম্মদীয় আবির্ভাব' যাহা 'তকমিলে-এশাআত' বা প্রচার কার্য্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য ছিল—যাহা মোসীয় ও ইসবী 'বরুজ' (প্রতিবিম্ব) আকারে ছিল উহার জন্যও খোদার হেকমত ইহাই চাহিয়াছিল যে, ষষ্ঠ দিবস প্রকাশিত হয়; যেমন 'তকমিল-হেদায়েত' বা 'হেদায়েতের পূর্ণতা' ষষ্ঠ দিবসে সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং, এই কার্য্যের জন্য ষষ্ঠ সহস্র গৃহীত হইয়াছে,—ইহা খোদার ষষ্ঠ দিবস।

ইহাতে এই নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে যে, আঁ-হজরত (সাঃ) 'খাতামুল্‌-আম্বিয়া' বা নবিগণের মোহর স্বরূপ, যেমন আদম (আঃ) 'খাতামুল-মাখলুকাত'' বা সৃষ্টির মোহর স্বরূপ।

এই নিমিত্ত খোদাতা'লা চাহিয়াছেন যে, তিনি যেমন হুজুর নববীর (সাঃ), অর্থাৎ আমাদের মহা-নবীর সৌসাদৃশ্য হজরত আদমের (আঃ) সহিত পরিপূর্ণ করিবার জন্য কোরানের হেদায়েত পূর্ণতা সম্পাদনার্থ ষষ্ঠ দিবস নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ শুক্রবার এবং সেই দিবসই এই আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ("অদ্যকার দিবস আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়াছি এবং আমার পুরস্কার—'নেয়ামাত' তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়াছি,"—অনুবাদক) সেইরূপ 'হেদায়েত প্রচারের পূর্ণতা' সাধনের জন্য 'আল্‌ফা-সাদেস্‌' অর্থাৎ ষষ্ঠ সহস্র নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যাহা কোরানের আয়েতের স্পষ্ট নির্দ্দেশানুযায়ী ষষ্ঠ দিবস স্থানীয়।

(ক্রমশঃ)

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং "আহমদীর" গ্রাহক হউন ও গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

খেলাফত জুবিলী বশতঃ জমাতের নব দায়িত্ব

হজরত আমীরুল্-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্ সানী (আইঃ) কর্ত্তৃক ১২ই জানুয়ারী ১৯৪০ তারিখে প্রদত্ত জুমার খোৎবার সারমর্ম্ম—'আল্-ফজল', ২৫শে জানুয়ারী

অনুবাদক—মোহাম্মদ আলী আনোয়ার

খেলাফত জুবিলীর কারণ

সুরাহ্ ফাতেহা তেলাওতের পর বলেন :—

এই যে জলসা গেল, আমাদের জমাত ইহাকে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক অধিবেশন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশ্ব-দুনিয়ার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও **নবুওতের** যে পয়গাম (বার্ত্তা) হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) জগতে আনয়ন করেন—যাহার সম্বন্ধে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, মহা-বিঘ্ন সমূহের মধ্যে নবুওতের বিষয়টিও অন্যতম, কারণ ইহা বুঝিবার মত শক্তি লোকদের অল্প এবং ভ্রান্ত ধারণা ও কুবিশ্বাস লোকের মন ও মস্তিষ্ককে এমন আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহারা এই মতের কোন প্রকার সংস্কারের জন্য প্রস্তুত ছিল না—বিশ্ব-দুনিয়ার বিরুদ্ধবাদিতা সত্ত্বেও ৫০ বৎসর ব্যাপী অনবরতঃ পৃথিবীতে প্রসার লাভ করে। যে 'আকিদা' (ধর্ম্ম-বিশ্বাস) সম্বন্ধে লোকেরা মনে করিত যে, তাহা কোন ক্রমেই স্বীকার্য্য নয়, তাহা বিশ্বের কোণে কোণে স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে। আজ, আল্লাহ্ তা'লার ফজলে পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশেই এই মত-বিশ্বাসী বিদ্যমান। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার ইহা একটি কারণ।

তারপর, এই জলসা একটি আনন্দ উৎসব মনে করিবার অন্য কারণ, **নবুওতের অধীন খেলাফত** সম্বন্ধেও লোকেরা এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তিই ছিল। তাহারা মনে করিত যে, খেলাফত সংক্রান্ত ভাব জগতে আর টিকিতে পারে না। তথাকথিত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাবাদের সম্মুখে খেলাফত জয়ী হইতে পারে না।

এই ধারণা দ্বিতীয় খেলাফতের প্রারম্ভে বিশেষতঃ উপস্থিত করা হয় এবং ইহার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিগত ২৫ বৎসরে আল্লাহ্ তা'লা **খেলাফতের মাহাত্ম্য** প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা খেলাফতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিজয়-মণ্ডিত করা হইয়াছে এবং তাঁহারা ক্রমাগত উন্নতি-মার্গে পদক্ষেপ করিয়াছেন। ২৫ বৎসরে জমাত কত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জমাতের উন্নতি

আমাদের জমাতের উন্নতি এবং দ্রুত অগ্রগতি সম্বন্ধে শুধু ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, আজ আমরা এক সাধারণ জুমার উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইয়াছি। ইহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। শুধু কাদিয়ান ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা ইহাতে যোগদান করিয়াছেন; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মসিহ মাউদের (আঃ) সময়কার মসজিদ অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃহৎ এই মসজিদ জনাকীর্ণ। মহিলাদের জন্য সতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। তাহাও ইহার ½ অংশ পরিমিত হইবে। তাহাও সম্পূর্ণই পরিপূর্ণ। অথচ হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবনের শেষ বৎসর যে বাৎসরিক অধিবেশন হয়, উহাতে যে সকল আহমদী যোগদান করেন, এই মসজিদের ½ অংশে তাঁহাদেব স্থান হইয়াছিল।

তখনকার জল্‌সায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের ইহাই ছিল সম্পূর্ণ উপস্থিতি। এই উপস্থিতিকে তখন এমন গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল যে, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সেই জল্‌সায় বারম্বার বলেন যে, **দুনিয়ায় তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে।** কিন্তু, আজ আমদের এই মামূলী জুমায় তদপেক্ষা চতুর্গুণ, বরং তার চেয়েও অধিক লোক বিদ্যমান।

এই উভয় বিষয়ই আমাদের জমাতের পক্ষে আনন্দ জনক ছিল। তাই, তাঁহারা এই বাৎসরিক অধিবেশনকে **দুইটি আনন্দের কারণ** বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

একটি আনন্দ এই যে, **নবুওত-বার্ত্তা** তুমুল বিরুদ্ধবাদিতা সত্ত্বেও ৫০ বর্ষ ব্যাপী কৃতকার্য্যতা সহ এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, বিশ্ব-বাসী ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অপর আনন্দ, **খেলাফত-বার্ত্তা** ২৫ বর্ষ ব্যাপী বিরুদ্ধবাদিতা বরং খেলাফতের প্রারম্ভ কালীন জমাতের মান্যগণ্য ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধবাদিতা সত্ত্বেও উন্নতি লাভ করিতেছে। আজ, আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে ইহা পৃথিবীর প্রত্যেকাংশকেই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত করিতে সফলতা লাভ করিতেছে।

"আল্‌-হাম্‌দোলিল্লাহ্‌"

জগতে কাহারো আনন্দ হইলে, কিম্বা কেহ কোন সুখ-প্রদ ব্যাপার দেখিতে পাইলে—সে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি 'একীন', প্রত্যয় রাখিলে—তদবস্থায় সে ইহাই বলে যে, "আল্লাহ্‌তা'লাকে বড়ই ধন্যবাদ, তাঁহার শোকর, আমি ইহা লাভ করিয়াছি।" কোন মোসলমান এইরূপ কোন আনন্দ লাভ করিলে, সে আরবী ভাষায় এই ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলে, **"আল্‌ হাম্‌দোলিল্লাহ্‌।"**

বস্তুতঃ, এই জল্‌সায় আমাদের জমাত যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, **নবুওত ও খেলাফতের পয়গাম সফলতা লাভ করায় আমাদের জমাত এ বৎসর "আল্‌-হাম্‌দোলিল্লাহ্‌" বলিয়াছে।**

ইস্‌লামের বিশেষত্ব

বাকী দুনিয়া ও ইস্‌লামের শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ আছে। অবশিষ্ট জগত "আল্‌-হাম্‌দোলিল্লাহ্‌" শেষ ধ্বনি বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইস্‌লাম "আল্‌-হাম্‌দো-লিল্লাহ্‌" শুধু শেষ ধ্বনি বলিয়াই নির্দ্দেশ করে না, বরং ইহাকে এক নব-ধ্বনি বলিয়াও নির্দ্ধারণ করে।

ইসলামী শিক্ষা অনুসারে "আল্‌-হামদো-লিল্লাহ্‌" বিশ্বের প্রথম আদমেরও বাণী ছিল, যেমনই ইহা শেষ আদমেরও বাণী বটে। এইরূপে, ইসলাম "আল্‌-হাম্‌দো-লিল্লাহ্‌" দ্বারা কোন শৃঙ্খলের শেষ গ্রন্থি পর্য্যন্ত উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য শৃঙ্খল হইতে আরম্ভ করে।

দৃষ্টান্তস্থলে, 'সুরাহ্‌ ফাতেহায়' আমাদিগকে ইহাই বলা হইয়াছে। "আল্‌-হাম্‌দো-লিল্লাহ্‌" দ্বারা 'সুরাহ্‌ ফাতেহা' আরম্ভ হয়। কৃতকার্য্যতা ও আনন্দ দর্শন পূর্ব্বক এক জন মোসলমান বলে, "আল্‌-হাম্‌দো-লিল্লাহ্‌"। কিন্তু ইহা 'সুরাহ ফাতেহার' শেষ আয়েত নয়। ইহা 'সুরাহ ফাতেহার' প্রথম আয়েত। আমরা এই সুরাহ্‌ পাঠে মধ্যভাগে পাই—

اياک نعبد و اياک نستعين

অর্থাৎ, "হে আমাদের 'রাব্ব', হে আমাদের প্রভো, আমাদের পালনকর্ত্তা, 'আল্‌-হাম্‌দো' প্রকাশের ফলে এক নূতন প্রোগ্রাম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত এবং কাজের এক নব-ভিত্তি আমরা পত্তন করিয়াছি। আমরা তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা পূর্ণতমভাবে সেই কাজ করিতে যত্নবান হইব। আমরা তোমার নিকট চাই, তুমি এই পথে উপযুক্ত উপকরণ আমাদিগকে সরবরাহ কর এবং আমাদিগকে সাহায্য কর।"

সুতরাং, প্রথমতঃ "আল্‌-হাম্‌দো লিল্লাহ্‌" স্থাপন এবং পরে "ইয়াকানা-বুদো ও-ইয়াকা-নাস্‌তায়ীন" স্থাপন করতঃ ইসলাম এই শিক্ষা দিয়াছে যে, কোন 'হাম্‌দ' সে পর্য্যন্ত প্রকৃত 'হাম্‌দ' হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত উহার সহিত কোন **নূতন কাজের ভিত্তি** স্থাপন না করা হয়।

যে 'হাম্‌দ' শুধু 'হাম্‌দ' পর্য্যন্তই শেষ হয়, তাহা বস্তুতঃ 'হাম্‌দ' নয়—বরং নাশোকরী, অকৃতজ্ঞতা এবং 'হাম্‌দ' সূচক শব্দ উচ্চারিত হইলেও তাহাতে অকৃতজ্ঞতা, "নাশোকরী" পাওয়া যায়।

রসুল্লাহ্‌র আদর্শ

রসুল করীমের (সাঃ) জীবনে ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি রাত্রে আল্লাহ্‌তা'লার 'এবাদত' করিতেন। কোন কোন সময় এত দীর্ঘ কাল ব্যাপী নামাজে ব্যাপৃত থাকিতেন যে, তাঁহার পা ভার হইয়া পড়িত। বার্দ্ধক্য ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে—সহজে এই 'মোজাহাদা', আল্লাহ্‌র পথে এইরূপ প্রচেষ্টা জনিত কষ্ট, সহ্য করিবার শক্তি হ্রাস পাইল।

তখন একদিন তাঁহার বিবি তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি এত কষ্ট করেন কেন? আপনার সম্বন্ধে কি খোদাতা'লা বলেন নাই যে, তিনি আপনার পূর্ব্বাপর সকল ত্রুটী ক্ষমা করিয়াছেন? আপনার সহিত কি তাঁহার ক্ষমার অঙ্গীকার নহে? আপনি এত কষ্ট করেন কেন?"

রসুল করীম (সাঃ) প্রত্যুত্তর করিলেন,

افلا اكون عبدا شكورا

"আয়েশা, —হজরত আয়েশা (রাঃ) এই প্রশ্ন করেন—আমি কি খোদাতা'লার "শোকর-গোজার', বান্দা হইব না? খোদাতা'লা আমার প্রতি এত বড় 'এহ্‌সান', এত অনুগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার এই 'এহ্‌সান' এই অনুগ্রহ এই দাবী করে যে, আমি

পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অধিক 'এবাদত' করিব এবং খোদাতা'লার 'দ্বীনের' অধিক খেদমত করিব।"

রসুল করীম (সাঃ) ইহাতে ইহাই বলিয়াছেন যে, 'এনাম' বা পুরস্কারের ফলে "আল্‌-হাম্‌দো-লিল্লাহ্‌" মোমেনের শেষ কথা নয়, বরং ইহা এক দিকে শেষ উক্তি ও অন্য দিকে নব কার্য্যের ভিত্তি-পত্তন বটে।

অনেকে ইহা না জানার দরুণ তাহাদের প্রতি কোন 'এহসান' করা হইলে তাহারা মনে করে যে, তাহারা বড় কাজ করিয়াছে এবং তাহাদের কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু, ইসলাম এরূপ বলে না, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরূপ বলেন না।

ইসলাম এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন যে, আল্লাহতা'লা কোন 'এহসান,' কোন অনুগ্রহ করিলে পর বান্দার প্রতি নূতন দায়িত্ব সমর্পিত হয়। সেই সকল দায়িত্ব পূর্ণ করিতে প্রস্তুত হওয়ার পর, সে "আল্‌-হাম্‌দো-লিল্লাহ্‌" বলিবার উপযুক্ত হয়। তখনই মাত্র তাহার "আল্‌-হাম্‌দো" বস্তুতঃ হইতে পারে।

যদি আমরা কাজ বন্ধ করি কিম্বা কার্য্যের মর্য্যাদা না করি, তবে ইহার অর্থ আমাদের 'হাম্‌দ'—আল্লাহ্‌কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন—মিথ্যা ছিল। কারণ, আমরা ধরিয়া নেই যে, আমরা যে কাজের জন্য "আল্‌-হাম্‌দো-লিল্লাহ্‌" বলিয়াছিলাম, তাহা ভাল ছিল না। ভাল হইলে, নিশ্চয় তাহা বন্ধ করিতাম না। তাহা আরো করিবার, আরো উন্নতভাবে করিবার জন্য যত্নবান হইতাম।

আমাদের দায়িত্ব

সুতরাং, এই যে আনন্দপূর্ণ জল্‌সা হইয়াছে, ইহা বাস্তবিক আমাদের দায়িত্ব অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই জল্‌সা না হইলে, সম্ভবতঃ, লোকেরা বলিতে পারিত যে, তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার এত বড় 'এহসান' (অনুগ্রহ) বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু, এখন কেহ বলিতে পারে না যে, কত বড় 'এহসান' খোদাতা'লা করিয়াছেন, সে বুঝিতে পারে না।

এখন, প্রত্যেকে এই স্বীকার করিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাহার প্রতি অতি বড় 'এহসান' করিয়াছেন। এখন খোদা অনুগ্রহ করায়, তাহা বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, না ক্ষান্ত হইতে হইবে?

সুতরাং, আমার মতে, এই জল্‌সা আমাদের জমাতের প্রতি **এক মহা-দায়িত্ব** অর্পণ করিয়াছে।

এমনি ত প্রত্যহই খোদাতা'লার জমাত আনন্দ লাভ করে। কিন্তু প্রত্যহই উৎসব করা হয় না। কোন বিশেষ জল্‌সার অধিবেশনের অর্থ আমরা একটি গন্তব্যে পৌঁছিয়াছি, আমরা আমাদের কাজে **এক সীমায়** অগ্রসর হইয়াছি।

অতঃপর, এক প্রকার **নবজীবন** আবশ্যক। প্রথম শৃঙ্খল শেষ হইয়াছে। এখন এক নূতন সেল্‌সেলা (শৃঙ্খল) আরম্ভ হইবে। যেমন, কোন একটি বীজ বপন দ্বারা গাছ হইতে ৭০।৮০টি শস্য উৎপন্ন হয়। ইহা স্বয়ং একটি কৃতকার্য্যতা। কিন্তু ইহা পূর্ব্ব বীজেরই ক্রমঃবিকাশ। কৃষক ইহাকে কোন নূতন কার্য্য বলিয়া মনে করে না, বরং সে মনে করে যে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যই এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে। কিন্তু যখন কৃষক সেই নূতন বীজগুলি আবার ভূমিতে বপন করে, তখন সে অনুভব করে যে এখন তাহার কার্য্যের **নব পর্য্যায়** আরম্ভ। কাজ ত তাহাই, কিন্তু এখন সে কাজের পর্য্যায় সম্বন্ধে প্রভেদ করে। সে মনে করে যে, তাহার প্রথম কাজ শেষ হওয়ার পর এখন সে এক নূতন কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

সেইরূপ, আমাদের জমাত এই জল্‌সাকে আনন্দ সম্মিলন বলিয়া নির্দ্ধারণ করায়, অন্য কথায়, তাঁহারা এই ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা প্রথম যে বীজ বপন করিয়াছিলাম, তাহার শস্য এখন পাকিয়াছে, এখন আমরা নূতন বীজ বপন করিয়াছি। আমরা নূতন ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যস্ত।

এই স্বীকৃতি, বাহ্যতঃ, সাধারণ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জমাতের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই স্বীকৃতির গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং জমাতের উপর দায়িত্ব আসে, প্রত্যেকেই দিবারাত্রি চেষ্টা না করিলে এই দায়িত্ব হইতে কখনো মুক্তি লাভ হইতে পারে না।

আহ্‌মদীয়তের প্রথম পর্য্যায়

এই ৫০ বর্ষীয় পর্য্যায় সম্বন্ধে আমরা যে উৎসব করিয়াছি, তাহাতে আমাদের চিন্তা করা আবশ্যক যে, এই পর্য্যায়ের প্রথম শস্য কিরূপে আরম্ভ হয়। এই দৃষ্টি-কোণ হইতে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার প্রথম শস্যের বীজ ছিলেন **শুধু এক জন পুরুষ**।

তখন রাত্রি। জগদ্বাসী ঘুমন্ত। খোদা কল্য তাহাদের জন্য কি করিবেন, কেহ জানিত না। কেহ জানিত না যে, আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা কাল কি প্রকাশ করিবে। ইহা আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

আল্লাহতা'লা পৃথিবীতে এক মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চান জানিত, এমন এক জন লোকও জগতে ছিল না। আদৌ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন খবর ছাড়া, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভীতি ব্যতীত, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঘোষণা ব্যতীত, এক ব্যক্তিকে যিনি নিজেও জানিতেন না যে, কি ঘটিতেছে—খোদা জাগ্রত করেন এবং তাঁহাকে বলেন যে, খোদাত'লা বিশ্বে এক **নূতন পৃথিবী ও নূতন আকাশ** সৃষ্টি করিতে চান এবং খোদা সেই গগন ভুবন সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহাকে মিস্ত্রী নিযুক্ত করিতেছেন।

তাঁহার পক্ষে ইহা কতই না আশ্চর্য্যজনক ছিল। এই বিশাল ধরিত্রীতে কত বড় বড় রাষ্ট্র ছিল, বড় বড় সঙ্ঘ ছিল। তারপর, এই বিশাল ধরণীতে মোসলমানদের পূর্ব্ব গৌরব বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের রাজ্যসমূহ ছিল। তুরস্ক তখনো এক মহাশক্তি বলিয়া পরিচিত। মিশর তখনো স্বাধীন। ইরান এবং আফগানিস্থান স্বাধীন।

এই সকল ইস্‌লামী রাষ্ট্র ইসলামের উন্নতি ও সভ্যতার ঝুরি বলিয়া অভিহিত ছিল। কিন্তু, সেখানে এই ধ্বনি উৎপন্ন হয় নাই। খোদা তুর্কি বাদশাহকে এবিষয় বলেন নাই। খোদা মিশরের বাদশাহকে তাহা বলেন নাই। খোদা ইরানের বাদশাহকে ইহা বলেন নাই। খোদা আফগানিস্থানের বাদশাহকে তাহা বলেন নাই।

তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশে 'শেখুল-ইস্‌লাম' বা শীর্ষস্থানীয় ওলামা বলিয়া খ্যাত ব্যক্তিগণের নিকট খোদা-তা'লা এই কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষেও আল্লাহ-তা'লা কলিকাতা কিম্বা বোম্বাই নগরের কোন প্রধান ব্যক্তি বা আলেমকে ইহা বলেন নাই। লাহোর কিম্বা অমৃতসহরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা আলেমকে আল্লাহ্‌-তা'লা তাহা বলেন নাই।

কোন বাহ্যিক কেন্দ্রস্থান, কিম্বা শিক্ষা ও রাজনৈতিক কেন্দ্র-বাসীর নিকট আল্লাহ-তা'লা একথা প্রকাশ করেন নাই।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) প্রতি আল্লাহ্‌র বাণী

ট্রেণ-পথ হইতে দূরে, সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ হইতে দূরে—শিক্ষার কেন্দ্র সমূহ হইতে দূরে অবস্থিত, এমন এক জনপদে—যাহাকে গণ্ড গ্রাম বলা যায়—যাহার অধিবাসিগণ একেবারেই মূর্খ এবং সভ্যতা হইতে শত যোজন দূরে ছিল—এমন এক ব্যক্তির নিকট—যাঁহাকে না 'আলেম-ফাজেল' মনে করা হইত, না তিনি ধনকুবের ছিলেন—তাঁহার গৃহে এবং তাঁহার কানে কানে আল্লাহ্‌-তা'লা এই কথা বলিলেন।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অবস্থা

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) চিত্ত তখন কিরূপ অবস্থা ধারণ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ কল্পনা করিতেও সম্পূর্ণ অক্ষম।

যে যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়, জার্ম্মেনী এবং বৃটেন-ফ্রান্সের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তদপেক্ষা অত্যন্ত গুরুতর ছিল। ইহা অত্যন্ত গুরুতর।

যদি এখন তোমাদের কোন বালককে স্বপ্নে বলা হয় যে, "যাও, জার্ম্মেণী জয় কর, তবে সে হয়রান হইয়া প্রত্যুষে তাহার বন্ধু বান্ধবকে এবং যাহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে, তাহাদিগকে বলিবে যে, সে এক আশ্চর্য্যজনক স্বপ্ন দেখিয়াছে সে যখন ইহা বলিতে থাকিবে, লোকেরা হাস্য করিয়া বলিবে, "মনে হয়, আজ রাত্রিতে তুমি অধিক ভোজন করিয়াছিলে। ফলে, তোমার বদ-হজমী হইয়া এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে।"

সে কখনো তাহার স্বপ্নের প্রতি আদৌ খেয়াল করিবে না। অবশ্য, কোন কোন সময় বাক্যচ্ছলে তাহার বন্ধুগণকে বলিবে যে, সে একবার এক আশ্চর্য্যজনক অলীক স্বপ্ন দেখিয়াছিল।

কিন্তু, এইরূপ **অবস্থায়ই** কাদিয়ানে এক ব্যক্তির 'এল্‌হাম' হয় এবং তাঁহাকে যে যুদ্ধ সম্বন্ধে জানান হয়, তাহা বর্ত্তমান অপেক্ষা অতি গুরুতর।

সুতরাং, সেই চিত্তের কি যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যদি তিনি—আমি বালকের যে উদাহরণ দিয়াছি তাহার ন্যায়—**এই এল্‌হাম** গ্রহণ করিতেন এবং তিনি মনে করিতেন যে, তাঁহার বদ-হজমী হইয়াছে, কিম্বা তিনি অত্যধিক ভোজন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি তদ্রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কিম্বা জ্বর বা সর্দ্দি বশতঃ তিনি ঐরূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করেন—তবু মনে করা যাইত যে, তিনি এই **মহা-সংবাদ** লাভ করিয়াও সহ্য করিয়াছিলেন এবং তাই ত তিনি তাহার কারণাকরণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলেন যে, তাহা অলীক খেয়াল বা গরম মস্তিষ্কের কথা বা কোন রোগের দরুণ ছিল।

তিনি তাহা মনে করেন নাই। তিনি ইহাকে খোদারই 'আওয়াজ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যেমন, বাস্তবিকই, তাহা খোদার নিকট হইতেই ছিল। তিনি একথা বলেন নাই যে, তাহা কোন আকস্মিক ধ্বনি ছিল, যাহা তাঁহার কানে পড়ে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ধ্বনির প্রত্যুত্তরের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি বলিলেন, "হে আমার রাব্ব, আমি তোমার তরফ হইতে লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত।"

যদি তিনি ধ্বনির প্রত্যুত্তরে তাঁহার মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন যে, ইহা তাঁহার বিকৃত কল্পনা মাত্র কিম্বা আভ্যন্তরীন কোন ত্রুটী বা রোগের ফল বটে—তবে অবশ্য তিনি শান্ত হইতে পারিতেন। আমরা বলিতে পারিতাম যে, তাঁহার একটু চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকিলেও তাহা বেশী ছিল না। কিন্তু তিনি যে ভাবে এই বাণী গ্রহণ করেন এবং ইহার গুরুত্ব অনুভব করেন—তাহা ঘোষণা করিতেছে যে, তিনি ইহাকে তামাসা মনে করেন নাই—তিনি ইহাকে খেলা মনে করেন নাই—তিনি ইহাকে রোগ মনে করেন নাই—তিনি ইহাকে বদ-হজমী মনে করেন নাই—তিনি ইহাকে মস্তিষ্ক-বিকৃতি মনে করেন নাই।

তিনি **পরম সুনিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে** ইহাই মনে করিলেন যে, খোদা বাস্তবিকই এই কার্য্যভার তাঁহাকে অর্পন করিয়াছেন। সুতরাং, সেই নিশীথ অন্ধকার ও রজনীর অবশিষ্টাংশ তিনি কিভাবে যাপন করেন, আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

এখানো তোমরা বড় লোকদের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার মত স্থান লাভ কর নাই। ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতির সহিত রাত্রি যাপন করিবার কিম্বা ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতির সহিত রাত্রি যাপন করিবার মত লোক কেহও তোমাদের মধ্যে নাই, কিম্বা জার্ম্মেনে প্রধান সেনাপতির সহিত রাত্রি কাটাইবার মত কোন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে নাই। যদিও তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান, যদিও তাঁহাদের নিকট সাজ সরঞ্জাম সবই বিদ্যমান, যদিও তাঁহাদের নিকট সৈন্য-বল প্রস্তুত, যদিও তাঁহাদের সমগ্র দেশ তাঁহাদের সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান—তথাপি তাঁহারা **রাত্রি-দিন** যে উদ্বেগের সহিত যাপন করেন এবং যে ক্ষিপ্রতা সহকারে তাঁহারা কার্য্য করেন, তাহা শুধু তাহারাই অনুমান করিতে পারে, যাহারা কিয়ৎ ক্ষণের জন্য তাঁহাদের নিকট যাওয়ার এবং থাকিবার সুযোগ লাভ করে।

কিন্তু, নিশীথ মধ্যে, এই ব্যক্তির নিকট কোনই উপকরণ, উপাদান বা সাজ সরঞ্জাম ছিল না, যাহা বৃটেনের প্রধান সেনাপতির আছে, অথবা ফ্রান্সের বা জার্ম্মেনীর প্রধান সেনাপতির অধীনে যে সাজ সরঞ্জাম ও উপকরণ বিদ্যমান, তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না। তারপর, তাঁহাদের নিকট কেবল মাত্র উপকরণাদিই নহে, বরং দেশের **সমবেত শক্তি** তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়াছে।

ইংলণ্ডের কমেণ্ডার ইন্-চিফ্ জানেন যে, তাঁহার নিকট যে গোলা বারুদ আছে তাহা নিঃশেষ হইলে কোন পরওয়া নাই। ইংলণ্ডের যাবতীয় শক্তি তাঁহার সঙ্গে আছে। ইহার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার আদেশে প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ফ্রান্সের সৈন্যাধ্যক্ষ জানেন যে, সমগ্র দেশবাসী তাঁহার আদেশ পালনে প্রস্তুত।

তারপর, তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয় সমূহের এক ইতিহাস বিদ্যমান। এই ইতিহাস দীর্ঘ ও ধারা-বাহিক। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা কিরূপে জল স্থল যুদ্ধে নিপতিত হন এবং বিজয় লাভ করেন।

এ সকলই তাঁহাদের নিকট বিদ্যমান। তবু তাঁহারা সন্ত্রস্ত। কারণ তাঁহারা জানেন না যে, এই যুদ্ধের ফল কি হইবে, অথচ এই যুদ্ধ তরবারীর যুদ্ধ মাত্র, **হৃৎ-জয়ের যুদ্ধ** নহে—যাহা তরবারী যুদ্ধ অপেক্ষা অত্যন্ত গুরুতর ও কঠিন।

ইহাতে তোমরা অনুমান করিতে পার যে, সেই যে ধ্বনি তাঁহার কর্ণে পৌছাইয়া ছিল, তাহা তাঁহার **চিত্তে কিরূপ পরিবর্ত্তন** আনয়ন করে। তিনি সেই ধ্বনিকে হাস্য জনক মনে করেন নাই। তিনি তাহা রোগ-প্রসূত বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি তাহা বাস্তবিক 'খোদার আওয়াজ' বলিয়া নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বলেন, **"হে খোদা, আমি উপস্থিত।"**

এই প্রত্যুত্তর করিবার পর, তিনি অবশিষ্ট রাত্রি না জানি কিরূপে অতিবাহিত করেন। দুনিয়ার সকল মানব ইহা কল্পনা করিতে অক্ষম। সমুদ্র বক্ষে একটী জল-বুদ্বুদের ন্যায় তিনি আবির্ভূত হন। না, সমুদ্র ও বুদ্বুদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাও তাঁহার তুলনায় তুচ্ছ।

একটি বিন্দু সম বীজ মহারণ্যে নিক্ষিপ্ত। সেখানে শুধু স্থলই স্থল, জলের লেশও নাই। সেখানে শুধু ধু-ধু-ময় বালুকা-রাশি। মৃত্তিকা এক কণাও নাই।

না, তাহাও নয়। মরুভূমিতে যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়—যেখানে জল মাটী কিছুই নাই—তাহাও বাড়িবার কোন না সুযোগ ঘটিতে পারে। সমুদ্র-গর্ভস্থ বুদ্বুদও কিয়ৎক্ষণ টিকিতে পারে। তাহাকে সমুদ্রের বায়ু এদিকে সেদিকে নিয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ত এটুকুও আশা করিবার ছিল না।

তাঁহার নিকট এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যাহার সহিত কোন পরামর্শ করিতে পারিতেন। মানব-ধ্বনি হইলে অপর কাহারো সহিত পরামর্শ করা যাইত। কিন্তু, এই ধ্বনি খোদার ধ্বনি ছিল। এজন্য তিনি মানুষের সহিত পরামর্শ করিতে অক্ষম ছিলেন এবং কোন এমন মানব ছিল না যে, তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারিত।

আঁ-হজরতের (সাঃ) বাণী লাভ

আঁ-হজরত (সাঃ) যখন প্রথমতঃ এই ধ্বনি শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার চিত্তাবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা হাদিস সমূহ হইতে জানা যায়। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শরীর কাঁপিতেছিল। ভীষণ ভয়ে স্কন্ধের মাংস-পিণ্ড নড়িতেছিল। মুখমণ্ডল বিবর্ণ। তাঁহার একান্ত ওফাদার, বিশ্বস্ত ভার্য্যা হজরত খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে ইত্যাবস্থায় দেখিতে পাইয়া সন্ত্রস্ত-চিত্তে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করেন।

রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "খাদিজা, আমি জানি না আমার কি হইয়াছে। আমি এই ধ্বনি শুনিয়াছি—

اقراء باسم ربك الذي خلق - خلق الانسان من علق —

আকাশের খোদা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, যেন আমি তাঁহার নাম নেই এবং বিশ্বময় প্রচার করি। আমি আশ্চর্য্যান্বিত, আমি কিরূপে এ কাজ সম্পাদন করিব।"

ঐশী-ধ্বনির সঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয়, 'একীনের' জ্যোতিঃমালা থাকে। এই নিমিত্ত রসুল করীমও এই বলেন নাই যে, তাঁহার রোগ হইয়াছে। তিনি একথাও বলেন নাই যে, ইহা মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল, কিম্বা বদ-হজমীর ক্রিয়া মাত্র। তিনি বলিয়াছেন, "ইহা স্বর্গীয়-বাণী। কিন্তু, যে কাজ আমার প্রতি ন্যস্ত করা হইয়াছে, আমি অবাক, আমি কিরূপে তাহা সম্পাদন করিব।"

হজরত খাদিজা (রাঃ) তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি একথা শুনিতে পাইয়া বড়ই সুন্দর প্রত্যুত্তর করেন। তাহা নারী জাতি সুলভ উত্তর বটে, কিন্তু বড়ই ইমান-বর্দ্ধক। মেয়েলোকেরা, সাধারণতঃ, উপকরণাদির প্রতি লক্ষ্য করে না। তাহাদের ইমান 'ইমানুল্‌-আজায়েজ', অর্থাৎ 'বৃদ্ধা মেয়েলোকদের প্রত্যায়' নামে অভিহিত। কোন উপায় উপকরণ আছে কিনা ইহা তাহারা দেখে না, বরং বলে যে, কাজ হইয়া যাইবে। কিভাবে হইবে, সে বিষয়ে তাহাদের কোনরূপ জ্ঞান থাকে না।

খাদিজার (রাঃ) প্রত্যুত্তরও তদ্রূপই ছিল। তিনি বলিলেন,

كلا و الله لا يحزنك الله ابدا

"আপনি উৎকণ্ঠিত কেন? খোদার কসম, খোদা আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করিবেন না। তিনি আপনার প্রতি এ কাজ ন্যাস্ত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আপনার সাহায্য করিবেন এবং আপনার কৃতকার্য্যতার জন্য উপকরণ সরবরাহ করিবেন।"

হজরত খাদিজার (রাঃ) এই উক্তিটি ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ। ইতিহাস ইহা রক্ষা করিতেছে এমন নয়, ইতিহাস ইহাকে মুচ্ছিত করিতে পারে না।

كلا و الله لا يحزنك الله ابدا

"কাল্লা ওয়াল্লাহু লা-ইয়াহ্‌জন্‌-কাল্লাহু আবাদা"—বৃদ্ধা-সুলভ সেই 'ইমানুল্‌-আজায়েজ'—সেই 'একীন' ও প্রত্যয়—পরিণামের প্রতি দৃকপাত না করিয়া, উপকরণ সরঞ্জামের প্রতি লক্ষ্য ব্যতিরেকে—এই নিশ্চিত জ্ঞান বিশ্বাস কার্য্য করিয়া থাকে।

এই ঘটনা হইতে রসুল করীমের (সাঃ) চিত্তাবস্থা কতকটা অনুমান করা যায়।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) প্রতিও এলহাম অবতীর্ণ হইয়াছিল "উঠ, বিশ্ব-বাসীকে আমার দিকে আহ্বান কর এবং পৃথিবীতে আবার ধর্ম্ম স্থাপন কর।"

আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তাঁহারও এই অবস্থাই হইয়াছিল। তিনি এই ভাবিয়া আকুল হইতেছিলেন যে, কোথায় আমি, আর কোথায় এই কাজ। কাদিয়ানের ন্যায় স্থানে, আমার ন্যায় ব্যক্তিকে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, "জগত, সভ্য জগত, শক্তিশালী জগত, উপকরণ সরঞ্জাম পূর্ণ জগত আমা হইতে দূরে—মানবের কল্পনাতীত দূরে পতিত। যাও, সেই সকল পাপময় দুর্গ উৎসন্ন কর, যাহা তাহারা ইস্‌লামের বিরুদ্ধে নির্ম্মাণ করিয়াছে। যাও, সেই সকল শয়তানী রাজত্বের অবসান কর, যাহা আমার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্থাপিত হইয়াছে। এই সমুদয় অধর্ম্মময় দুর্গ ও

শয়তানী-পূর্ণ রাষ্ট্রের স্থলে আমার রাজ্য, আমার ধর্ম্মের বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত কর।"

দূর-দর্শী মানব, তত্ত্বদর্শী মানবকে আমি বলিব, তাঁহার নিকট এই দাবী ছিল চাঁদকে যাইয়া বিদীর্ণ করিবার জন্য কাহাকেও বলার ন্যায়। সে ত সেখানে যাইতেও পারে না। সে তাহা বিদীর্ণ করিবে কিরূপে?

সেইরূপ, যেখানে তিনি যাওয়ার কথা খোদা চাহিতেছিলেন, সেখানে গতায়াত করা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) আয়ত্তাধীন ছিল না। ভাল, তাঁহার নিকট এমন কি উপায় উপকরণ ছিল, যাহার সাহায্যে তিনি অমৃতসহরবাসীদের নিকটেই তাঁহার বাণী পৌছাইতে পরিতেন? লাহোর, বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি সহরের অধিবাসীগণের নিকট এই ঐশী-বার্ত্তা পৌছাইবার কি সরঞ্জাম তাঁহার নিকট ছিল? আরবদিগকে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপায় উপকরণ কি ছিল? তিনি কিরূপে ইংলণ্ডে, আমেরিকায় তাঁহার বাণী পৌছাইতে পারিতেন।

সহস্র সহস্র ধ্বনিতে জগত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সহস্র সহস্র জাতি জগতে বিদ্যমান ছিল। বহু রাষ্ট্র ছিল। ইহাদের চক্ষে, দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র-শক্তির সেক্রেটারিয়টের কোন চাপড়াশীর সম্মানও হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) ছিল না। কিন্তু, খোদাতা'লা বলিলেন, "উঠ, বিশ্বকে আমার বার্ত্তা জ্ঞাপন কর।"

তিনি বলিলেন, **"হে আমার রাব্ব, আমি হাজির।"**

তিনি এটুকুও ভাবিলেন না যে, এই কাজ কিরূপে সম্পাদিত হইবে। তাঁহার দেহ প্রকম্পিত হইয়া থাকিবে। নিশ্চয়ই তাঁহার হৃৎ-স্পন্দন বন্ধ হইয়াছিল। নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠায় তিনি আকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, এ কাজ কিরূপে কেমনে সম্পাদিত হইবে?

প্রকৃত 'তাকওয়ার' নিদর্শন

তাঁহার আন্তরিক ঈশ্বর-পরায়ণতা ও ঐশী-প্রেম—'তাকওয়া ও মহব্বত-এলাহী' তাঁহাকে চিন্তা করিবার মত কোনই সুযোগ দেয় নাই। তাঁহার আত্মোৎসর্গ-ভাব তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেই দেয় নাই যে, "হে আমার প্রভো, আমার রাব্ব, ইহা কিরূপে হইবে?"

তিনি প্রথমতঃ বলিলেন, "হে আমার রাব্ব্‌, আমি হাজির।" তারপর, তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার নিকট ত কিছুই নাই। এ কাজ কিরূপে হইবে?

ইহাই সেই **প্রকৃত আজ্ঞানুবর্ত্তিতার তেজ-বল,** যাহা প্রথমতঃ "লাব্বায়েক", "হাজির আছি" মুখে প্রস্ফুটিত করে। চিন্তা পরে হয়।

সাহাবাগণের (রাঃ) একটি ঘটনা

সাহাবাগণের মজলিসের একটি ঘটনা আছে। তদ্বারা বুঝা যায়, যেখানে প্রকৃত প্রেম থাকে, সেখানে প্রথমতঃ আজ্ঞা-পালন হয়, পরে চিন্তা-শক্তির উদ্ভব হয়।

আরবগণ অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিল। তাহাদের ন্যায় এমন অভ্যস্ত মদ্যাসক্ত জাতি জগতে বিরল। তাহাদের সমস্ত সাহিত্য, গদ্য, পদ্য বক্তৃতা সকলই মদ্যালোচনায় পরিপূর্ণ।

ইহাদের মধ্যেই মোসলমানদের উৎপত্তি। এজন্য তাহাদেরও সেই অভ্যাসই ছিল। আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহার অসীম জ্ঞান অনুযায়ী প্রথমতঃ মদ্য নিষিদ্ধ করেন নাই।

মক্কার সমগ্র কাল অতিবাহিত হইল। মদ্য হালাল ছিল। মদিনায়ও কতিপয় বৎসর এইরূপে চলিয়া গেল। মদ্য নিষিদ্ধ হইল না।

একদিন রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "এখন মদ্য 'হারাম,' মদ্য নিষিদ্ধ কার হইল।" তিনি মসজিদে যাইয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বলিলেন যে, "খোদা মদ্য 'হারাম' করিয়াছেন" এবং এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, "যাও, মদিনার গলিতে গলিতে **মদ্য-নিষিদ্ধ** হওয়ার কথা ঘোষণা কর।"

তখন মদিনায় একটি উৎসব উপলক্ষে একটি দরবার বসিয়াছে। গতানুগতিক রীত্যানুসারে সেই দরবারে মদ্য-ভাণ্ডার উপস্থিত ছিল। লোকেরা কথা-বার্ত্তা বলিতেছিল, বাদ্য নৃত্য করিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মদ্য পান করিতেছিল।

একটি বড় প্রকাণ্ড ভাণ্ডার তাহারা নিঃশেষ করিয়াছে। আরো দুইটি ভাণ্ডার উপস্থিত।

তোমরা বুঝিতে পার, যেখানে এক ভাণ্ডার মদ্য নিঃশেষ হইয়াছে, সেখানে মস্তিষ্কের অবস্থা কিরূপ হওয়া সম্ভবপর। তখন তাহারা নেশা-গ্রস্ত। তাহাদের বুদ্ধি-জ্ঞান অনেকটা বিলুপ্ত।

বাজারের দিক হইতে সেই ঘোষণাকারীর শব্দ শোনা গেল, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মদ্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

মদ্য পানে জ্ঞান-লুপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিল, "আমি শুনিলাম যে, কেহ বলিতেছে, মোহাম্মদ রসুললুল্লাহ্‌ (সাঃ) মদ্য হারাম করিয়াছেন। বাহিরে যাইয়া দেখি, ব্যাপার কি?"

যদি এপর্য্যন্তই ব্যাপার শেষ হইত, তবে ইহাও রসুল করীমের (সাঃ) জন্য সাহাবাদের চিত্তে যে প্রেম ছিল, তাহার **অলৌকিক নিদর্শন** হইত। মদ্যের নেশায় কি শব্দ শোনা গেল বা না গেল, তাহা কে পর্যালোচনা করে? সাধারণ অবস্থায় তাহারা বলিত, মদ্য নিষিদ্ধ করে কে?

সুতরাং, যদি ব্যাপার এখানে সীমাবদ্ধ থাকিত, তবু ইহা রসুল করীমের (সাঃ) প্রেমের এক অলৌকিক প্রমাণ হইত।

কিন্তু, ব্যাপার এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মদ্য পান রত, নেশায় বিভোর, অপর এক ব্যক্তি হঠাৎ চৈতন্য লাভ করিয়া বলিল, "আমি শুনিতে পাইলাম, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মদ্য 'হারাম' করিয়াছেন এবং তোমরা বলিতেছ যে, কথাটা কতদূর সত্য তাহা, প্রথমতঃ, অনুসন্ধান করা যাক্‌। খোদার কসম, আমি এরূপ করিব না। আমি, প্রথমতঃ মদ্য ভাণ্ডার চুরমার করিব, পরে জিজ্ঞাসা করিব যে, ব্যাপার কি?'

এই বলিয়া সে লাঠি হাতে নিয়া পাত্রে সজোরে আঘাত করিল। মদ্য ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া গেল। জলস্রোতের ন্যায় মেঝের উপর মদ্য প্রবাহিত হইল। অতঃপর, সে দরজা খুলিয়া ঘোষণা-কারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?" সে বলিল, "রসুল করীম (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন, মদ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য।" সে বলিল, "আমরা ত পূর্ব্বেই মদ্যের ভাণ্ডার চূর্ণীকৃত করিয়াছি।"

প্রকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি

খোদার 'রহমত' হউক সেই ব্যক্তির প্রতি। সে **প্রেমের এমন উজ্জ্বল আদর্শ** প্রদর্শন করিয়াছে যে, মজনুর প্রেমে কোন বাস্তকতা থাকিলে, ইহার সম্মুখে তাহাও মলিন হইয়া পড়ে।

প্রকৃত প্রেমের এই বিকাশ দ্বারা নির্ণীত হয় যে, যেখানে প্রেম বিরাজমান, সেখানে যুক্তি প্রমাণ কি জিজ্ঞাসা হয় না। সেখানে মানব প্রথমতঃ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ঘোষণা করে, পরে বিবেচনা করে যে, সে তাহা কিরূপে প্রতিপালন করিবে।

ইহাই **নবীগণের** অবস্থা। যখন আল্লাহ্‌-তা'লার **'কালাম'** প্রথমতঃ অবতীর্ণ হয়, তখন আল্লাহ্‌-তা'লার মহব্বত তাঁহাদের অন্তঃকরণে এমন প্রবল থাকে যে, তাঁহারা "দলীল-বাজী" করেন না—যুক্তি তর্কের, প্রমাণের শরণাপন্ন হন না। খোদা-তা'লার আওয়াজ তাঁহাদের কানে পৌঁছিলে তাঁহারা এরূপ বলেন না যে, "হে আমাদের প্রভো, তুমি কি আমাদের সহিত হাস্য করিতেছ? কোথায় আমরা, কোথায় এ কাজ।"

তাঁহারা বলেন, "হে আমাদের রাব্ব্‌, আমাদের প্রভো, অতি উত্তম" এই বলিয়া তাঁহারা কাজের জন্য দণ্ডায়মান হন। অতঃপর, তাঁহারা ভাবেন যে, এখন তাঁহাদের কি করিতে হইবে।

ইহাই আঁ-হজরত (সাঃ) করিয়াছেন। ইহাই সেই রাত্রি মসিহ মাউদ (আঃ) করেন। খোদা বলিলেন, "উঠ, বিশ্বের ধর্ম্ম-পথ প্রদর্শন, বিশ্বের 'হেদায়েতের' জন্য দাঁড়াও।" তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হন। অতঃপর, ভাবিয়াছেন যে, কিরূপে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই ঐতিহাসিক রজনী—যাহা বিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের মাহাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, যাহা **ভবিষ্যৎ নূতন জগতের** জন্য প্রথম রাত্রি ও প্রথম দিবস বলিয়া নিরূপিত হইবে—যদি আমরা সেই রজনীর দৃশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে আমাদের মন, সে আনন্দে, সম্পূর্ণ সতন্ত্র দৃষ্টিতে ইহাকে নিরীক্ষণ করিবে সুনিশ্চিত।

আমাদের মধ্যে কত জন আছেন, যাঁহারা ভাবেন যে, এই আনন্দ তাঁহারা কোন **শুভ-ক্ষনের ফলে** লাভ করিয়াছেন? কোন সেতু তাঁহাদিগকে এই আনন্দ আশ্রমে উপনীত করিয়াছে? কোন রজনীর পর তাঁহারা সফলতার এই দিবালোক দর্শন করিয়াছেন?

এই আনন্দ, এই সন্তোষ, এই সাফল্য এই কৃতকার্য্যতার দিবা তাঁহারা সেই মুহূর্ত্ত, সেই রজনীর ফলে লাভ করিয়াছেন, যন্মধ্যে একাকী খোদার এক ভক্ত বান্দা, যিনি জগত-চক্ষে দীন-হীন এবং সকল পার্থিব সাজ সরঞ্জাম হইতে বঞ্চিত ছিলেন তাঁহাকে খোদা-তা'লা বলিলেন—"উঠ, বিশ্বের 'হেদায়েতের' জন্য দণ্ডায়মান হও" এবং তিনি বলিলেন, "প্রভো আমার, আমি দাঁড়াইলাম।"

এই 'ওফাদারী', এই বিশ্বস্ততা, প্রেমের এই যথার্থ বিকাশই ছিল, যাহা খোদা কবুল করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার অপার, অসীম ফজল ও অনুগ্রহ-ক্রমে তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

হাস্য ক্রন্দন দুই-ই খোদার মর্য্যাদা বিরুদ্ধ। কিন্তু, প্রেমের ভাষায়, প্রেমালাপে এগুলি আসেই। বলি, যদি খোদার

ক্রন্দন করা সম্ভবপর হইত, যদি খোদার হাস্য করা সম্ভবপর হইত, তবে খোদা যে সময় হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে বিশ্ব সংস্কারের জন্য দণ্ডায়মান করিতেছেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া পড়েন এবং একটুও ভাবেন নাই যে, এ কাজ তিনি করিবেন কিরূপে—খোদার পক্ষে কাঁদা সম্ভবপর হইলে তখন তিনি, অবশ্য, রোদন করিতেন এবং খোদার পক্ষে হাস্য সম্ভবপর হইলে, অবশ্যই, তখন তিনি হাসিয়া উঠিতেন। তিনি হাসিতেন এই দেদীপ্যমান নির্ব্বুদ্ধিতা পূর্ণ দাবীর জন্য—যাহা সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে একজন দুর্ব্বল, অক্ষম মানব করিয়াছিলেন; তিনি কাঁদিতেন সেই প্রেমাবেগের দরুণ—যাহা এই নিস্ব, একাকী আত্মা খোদার জন্য প্রকাশ করেন। **এই সত্যিকার বন্ধুত্বই খোদা কবুল করেন। এ প্রকার প্রকৃত বন্ধুত্বই জগতে কাজে আসে।**

হজর তমসিহ মাউদ (আঃ) বর্ণিত একটি গল্প

হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) গল্প বলিতেন এক পিতা সর্ব্বদাই তাঁহার পুত্রকে উপদেশ স্বরূপ বলিতেন, "তুমি অতি সত্বর লোকের বন্ধুত্ব গ্রহণ করিয়া থাক। ইহা ঠিক নয়। প্রকৃত বন্ধু পাওয়া বড়ই কঠিন।" ছেলে বলিল, "না বাবা, ইহা আপনার ভুল। আমার সকল বন্ধুই খাঁটি বন্ধু। আমি কোন বিপদে পাড়লে কেহই আমাকে ত্যাগ করিবে না।" পিতা বলিলেন, আমার বয়স ৬০।৭০ বৎসর হইয়াছে। আমি শুধু একজন বন্ধু পাইয়াছি। সে এক জন গরীব লোক মাত্র।" ছেলে সে ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত থাকিত। সে গরীব বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিত এবং পিতাকে বলিত যে, "আপনি বড় লোক। এই গরীব ব্যক্তিকে আপনি এত উচ্চ স্থান দেন কেন?" পিতা বলিলেন, "সে মাত্র আমার প্রকৃত বন্ধু। প্রকৃত বন্ধু জগতে দুর্লভ মণি। তোমার অনেক বন্ধু আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখ, কয় জন টিকে। আমি তোমাকে বাহির করিয়া দিয়াছি বলিয়া তাহাদিগকে যাইয়া বল। কে তোমাকে আশ্রয় দেয়, পরীক্ষা কর।"

ছেলে তাহাই করিল। প্রত্যেকেরই বাড়ী গেল। সকলেই এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রকে হঠাৎ তাহার গৃহে আসিতে দেখিয়া সাগ্রহে তাহাকে গ্রহণ করিল। সে পিতা কর্ত্তৃক গৃহ-বিতাড়িত হওয়ার কথা বলিবা মাত্র, যাহাকেই বলিল, সে গৃহাভ্যন্তরে গেল, ফিরিল না।

পুত্র পিতাকে দেখিয়া সবিস্তার বলিবার পর নিবেদন করিল, "যথার্থ কহিয়াছেন, বাবা। আপনার কথাই ঠিক।"

দুপুর রাত্রিতে পিতা পুত্রকে জাগ্রত করিয়া বলিলেন, "চল, আমার বন্ধুকে যাইয়া দেখিয়া আসি। এ পরীক্ষাটিও দেখ।"

এই বলিয়া তাঁহারা সেই দরিদ্র এক জন সিপাহির বাড়ীতে গেলেন। দরজায় আঘাত করিবা মাত্র সে সাড়া দিল এবং আগন্তুককে চিনিতে পারিয়া বলিল, "দাঁড়ান, আমি আসিতেছি।"

অনেক সময় যাইতে লাগিল, সে আসে না। পুত্র পিতাকে বলিল, "পরীক্ষা হইয়াছে, বাবা, আপনার বন্ধুর। চলুন।" পিতা বলিলেন, "দাঁড়াও।"

ক্ষণকাল মধ্যেই সেই দরিদ্র ব্যক্তিটি কোমরে অসি, হাতে টাকার থলি নিয়া স্ত্রী সহ আসিয়া উপস্থিত। সে ভাবিয়াছিল, না জানি কি বিপদ। এত রাত্রিতে তিনি হঠাৎ আসিলেন কেন? তাই, টাকার দরকার আছে কি না, সে জন্য টাকা পয়সা যাহা ছিল, সব নিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্তিকা গর্ভে কিছু অর্থ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তাহা বাহির করিয়া আনিল। কোন শুশ্রূষার দরকার আছে কিনা, তাই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে কিনা, তাই ভাবিয়া তরবারি আনিল। বস্তুতঃ, সে ধন, প্রাণ, স্ত্রী সব নিয়া বন্ধুর সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল।

দুনিয়ার ভাষায়, বন্ধুত্বের ইহা অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। মানুষ এইরূপ ভাবের অভিব্যক্তি সন্দর্শনে ভাবাক্রান্ত না হইয়া পারে না। কিন্তু, এই বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি, নবী খোদার জন্য যে বন্ধুত্ব প্রকাশ করেন, সে তুলনায় কিছুই নয়।

সেখানে পদে পদে বিপদ, পদে পদে আত্মত্যাগ, কোরবানী। নবীগণ খোদার আহ্বানে যে সাড়া দেন, তাহা গল্পোল্লিখিত ধনকুবের বন্ধুর ডাকে দরিদ্র সীপাহির সাড়া দেওয়ার ন্যায়ই বটে। অবশ্য, যদি আমরা **যুক্তি বিচার** ও 'ন্যায়ের' দিক দিয়া দৃষ্টিপাত করি, তবে সেই দরিদ্র ব্যক্তির এই কার্য্যটি হাস্যোদ্দীপক হইয়া পড়ে।

সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির বহু ভৃত্য চাকর ছিল। তাহা সত্ত্বেও সীপাহির স্ত্রী অতিরিক্ত কি সেবা করিতে পারিত? সে কোটিপতি। তাহার ১০০৲।১৫০৲ টাকায় কি সাহায্য হইত? তাঁহার বহু দারোয়ান ও গৃহরক্ষক পাহাড়াদার বিদ্যমান ছিল। তদবস্থায়, এই বন্ধুর তরবারী তাঁহার কি কাজে আসিত। কিন্তু,

প্রেমাবেগে সে ভাবিতে পারে নাই যে, তাহার তরবারী কি কাজে আসিবে, তাহার সামান্য অর্থে কি সাহায্য হইবে, তাহার স্ত্রী কি সেবা করিবে।

সে শুধু এই টুকু ভাবিয়াছিল যে, তাহার যাহা কিছু আছে তাহা উপস্থিত করিবে।

হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌র (আইঃ) জীবনের একটি ঘটনা

এইরূপ **বোকামির একটি ঘটনা** আমার নিজের জীবনে আছে। ইহা স্মরণ করিয়া আমি বহু বার নীরবে হাসিয়াছি। বহু বার আমার চক্ষু অশ্রু-সিক্ত হইয়াছে। কিন্তু, আমি ইহাকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমার জীবনের যে সকল ঘটনার দরুণ আমি গৌরব অনুভব করি, তন্মধ্যে এই নির্ব্বুদ্ধিতা-পূর্ণ ঘটনাও অন্যতম।

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) জামানায়, এক রাত্রি, আমরা গৃহ প্রাঙ্গনে শয়ন করিতেছিলাম। গ্রীষ্মকাল ছিল। আকাশে মেঘ দেখা দিল। ভীষণ গর্জ্জন হইতে লাগিল। কাদিয়ানের নিকটেই কোথাও বজ্রপাত হইল। কিন্তু ইহার শব্দ এমন ভীষণ ছিল যে, কাদিয়ানের প্রত্যেক গৃহবাসীই মনে করিল যে, তাহা, সম্ভবতঃ, তাহার গৃহেই নিপতিত হইয়াছে।

আমাদের মাদ্রাসায়ই একটি ঘটনা হয়। তাহা স্মরণ করিয়া ছেলেরা দীর্ঘকাল ব্যাপী হাস্য করিত।

ফখ্‌রুদ্দীন মুলতানী, পরে সে মুরতাদ হইয়া পড়ে, তখন ছাত্র। সে বোর্ডিং হাউসে থাকিত। বজ্রের ভীষণ শব্দ শুনিয়া সে মনে করিল, তাহারই উপর, সম্ভবতঃ, বজ্র-পাত হইয়াছে। সে ভীতি-বিহ্বল হইয়া খাটের নীচে প্রবেশ করিল। সেখানে সে বজ্র, উর্দ্দু "বিজ্‌লী"—স্থলে "বিল্লি", "বিল্লি" (বিড়াল, বিড়াল) করিতে লাগিল।

ভয়ে সে সঠিক শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, সকল ছেলেরাই কামরায় পলায়ন করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বাহিরে আসে * এবং তাহাকে আসিয়া দেখে যে, সে খাটের নীচে থাকিয়া 'বিল্লি'' 'বিল্লি'' করিতেছে। অবশেষে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার পর, তাহার চৈতন্যোদয় হয়। সে বলিল, তাহার উপর বজ্র-পাত হইয়াছে।

যাহাহউক, সেই বজ্রের ভীষণ শব্দ হইয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল, খুব নিকটে বজ্র-পাত হইয়াছে। কতকটা এই ভীষণ শব্দের দরুণ, কতকটা মেঘের দরুণ, সমস্ত লোকেরাই গৃহাভ্যান্তরে চলিয়া যায়। বজ্র-পাতের শব্দ শুনিয়া আমরাও, গৃহ প্রাঙ্গন হইতে, গৃহে চলিয়া যাই।

আমার এখনো সেই দৃশ্যটি স্মরণ আছে। হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) গৃহাভ্যান্তরে যাইতে ছিলেন। আমি আমার **উভয় হস্ত** হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) মাথার উপর রাখিলাম, যেন বজ্র-পাত হইলে আমার উপর পড়ে, তাঁহার উপর না পড়ে! পরে, আমার চৈতন্যোদয় হইলে আমার এই ব্যাপার নিয়া আমার হাসি আসে। তাঁহারই দরুণ ত আমরা, বজ্র হইতে, রক্ষা লাভ করিবার ছিল। আমাদের দরুণ তিনি রক্ষা পাওয়ার ছিল না।

আমার মনে হয়, আমার এই ক্রিয়া কোন উন্মাদের কার্য্যাপেক্ষা কম ছিল না। কিন্তু সর্ব্বদাই আমার আনন্দ হয়। এই ঘটনা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতি আমার ভালবাসা প্রকাশ করিবার সুযোগ দেয়।

অনেক সময় মানুষ নিজেও জানে না যে, অন্যের জন্য তাহার কিরূপ ভালবাসা আছে। যখন এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে, তখন সে তাহার **ভালবাসার দূরত্ব ও গভীরতা** বুঝিতে পারে।

প্রেম ও বুদ্ধিবৃত্তি

অত্যন্ত প্রেমাবেগের সময় বুদ্ধি-বৃত্তি কাজ করে না। প্রেম চিন্তা-শক্তি আড়ালে ফেলিয়া, সম্মুখ ক্ষেত্রে, আসিয়া দাঁড়ায়। প্রেম কোন কোন সময় এমন ক্রিয়া সম্পাদন করে যে, জগত তাহা উন্মত্ততা বলিয়া আখ্যায়িত করে। কিন্তু, ব্যাপার এই যে, এই উন্মাদ পার্থিব সমগ্র বুদ্ধি-মত্তা অপেক্ষা মূল্যবান। ইহার সম্মুখে সকল বুদ্ধি-মত্তাকে ধিক্‌।

প্রকৃত বুদ্ধি ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয়।

নবীর বাণী লাভ

নবী যখন বাণী লাভ করেন, যখন খোদা—স্বর্গ ও পৃথিবী স্রষ্টা খোদা—প্রভাব প্রতাপ স্রষ্টা খোদা—বাদশাহ্‌কে ভিখারী, ভিখারীকে বাদশাহ্‌কারী খোদা—রাষ্ট্র সংস্থাপক ও রাষ্ট্র ধ্বংসকারী খোদা—অর্থ সম্পদ প্রদাতা ও অর্থ সম্পদ ছিন্নকারী খোদা—

* গ্রীষ্মকালে পাঞ্জাবে সকলেই রাত্রিতে গৃহের বাহিরে শয়ন করে। গরমের জন্য গৃহের ভিতরে শয়ন করে না। বোর্ডিঙের ছেলেরাও বাহিরে তক্তপোশ (চারপাই) ফেলিয়া তাহার উপর শয়ন করিতেছিল—অনুবাদক।

'রেজেক-দাতা' ও 'রেজেক' ছিন্ন-কারী খোদা—আকাশ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ অম্বু বিন্দু ও গননাতীত জগতের ঈশ্বর খোদা—এক জন দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অক্ষম, মানবকে বলেন, "আমার সাহায্যের আবশ্যক, আমাকে সাহায্য কর"—তখন সেই দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অক্ষম ভক্ত বান্দা বুদ্ধি পরিচালনা করেন না।

তিনি বলেন না যে, "হুজুর সাহায্যের মুখাপেক্ষী! হুজুর জমিন আসমানের ঈশ্বর! এ দুর্ব্বল, গরীব ব্যক্তি আপনার কি সাহায্য করিতে পারে?"

নবী তাহা বলেন না। তিনি জীর্ণ-শীর্ণ দুর্ব্বল দেহ সহ দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, "আমি হাজির, আমি হাজির। আমি হাজির"।

কে এই সকল আত্মিক উন্মাদনার গভীরতা আন্দাজ করিতে পারে? প্রেমের কিঞ্চিন্মাত্র রস-স্বাদ যে করিয়াছে, সে ব্যতীত কেহ তাহা পারে না।

মসিহ্ মাউদ (আঃ)

আজ হইতে ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে, সেই খোদা এই ধ্বনি আবার সমুত্থিত করেন। কাদিয়ানের নির্জ্জন কোণে পতিত এক ব্যক্তিকে বলিলেন, "আমার সাহায্যের প্রয়োজন। জগতে আমার লাঞ্ছনার একশেষ। পৃথিবীতে আমার কোন সম্মান নাই। পৃথিবীতে কেহ আমার নাম নেয় না। আমি বন্ধুহীন, সহায়হীন। হে আমার বান্দা, আমাকে সাহায্য কর।"

তিনি ভাবিলেন না যে, যিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন, তিনি কে? তাঁহার বুদ্ধি তাঁহাকে একথা বলে নাই যে, তাঁহাকে যিনি আহ্বান করিতেছেন, তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান—তিনি তাঁহার কি সাহায্য করিতে পারেন?

তাঁহার প্রেম, তাঁহার হৃদয়ে, আগুন ধরাইয়া দিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "প্রভো আমার, আমি উপস্থিত। রাব্ব্ আমার, আমি উপস্থিত। প্রভো, আমি রক্ষা করিব। প্রভো, আমি উদ্ধার করিব।"

"লায়লাতুল্-কদর"

এই মুহূর্ত্ত সম্বন্ধেই আল্লাহ্-তা'লা কোরান শরীফে বলিয়াছেন, ليلة القدر خير من الف شهر—"এই রাত্রি সহস্র রজনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" বারম্বার এইরূপ রাত্রি আগমন করে বলিয়া খোদা خير من الف شهر "সহস্র রজনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" একথা বলিয়াছেন। নতুবা একই রাত্রি হইলে—দুনিয়ার সকল রাত্রি সমষ্টি এই এক রাত্রি, ইহার এক ঘণ্টা, এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেরও তুল্য হইত না।

যখন এক জন দুর্ব্বল মানব প্রেমাবেগে কোন বিচার বিবেচনা, কোন পরিণাম চিন্তা না করিয়াই অসি হস্তে দাঁড়ায় এবং খোদার চারিদিকে পাহাড়া দিতে আরম্ভ করে, তখন দৃশ্য কি মহৎ! যখন 'কাদের-কদীর', সর্ব্বশক্তিমান খোদা, যখন গগন ভুবন স্রষ্টা খোদা একজন শীর্ণ, দুর্ব্বল ব্যক্তির সঙ্গে বিছানায় শায়িত থাকেন এবং যখন জীর্ণ-শীর্ণ বলহীন একজন মানব—যে তাহার কোমর সোজা করিতে পারে না—তরবারী হস্তে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে পাহাড়া দিতে আরম্ভ করে এবং বলে যে, সে তাঁহাকে রক্ষা করিবে, সে তাঁহাকে রক্ষা করিবে—ইহাপেক্ষা মহত্তর প্রেম-দৃশ্য কদাচ পরিদৃষ্ট হইবার নয়, কখনো নয়।

এই রাত আমাদের যুগেও আসিয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান খোদা চীৎকার করেন, "আমাকে বাঁচাইবার মত কেহ আছ কি?" তখন পৃথিবীর এক নিভৃত কোণ হইতে এক জন দুর্ব্বল ব্যক্তি অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, "হে আমার রাব্ব্, আমি হাজির।"

বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাকে নির্ব্বুদ্ধিতা বলুক না কেন, ফিলসফার দার্শনিক ইহাকে মুর্খতা বলুক না কেন—আমি এখনি বলিয়াছি—সহস্র সহস্র বুদ্ধি এই নির্ব্বুদ্ধিতার কাছে তুচ্ছ, সহস্র সহস্র দার্শনিক ভাব এই বাহ্যিক নির্ব্বুদ্ধিতার নিকট তুচ্ছ।

তারপর, সেই ঘোষণা শুধু সাময়িক ঘোষণা মাত্র ছিল না। তাঁহার প্রেমের বিকাশ কোন সাময়িক উত্তেজনা ছিল না। তিনি দণ্ডায়মান হন এবং দণ্ডায়মানই থাকেন। পরিশেষে, তিনি সফল কাম হইলেন।

প্রেম-লীলা

তোমরা কি কখনো গৃহে দেখ নাই যে, কোন কোন সময় সেখানে কিরূপ খেলা হয়। আমি এরূপ তামাসা কয়েক বার দেখিয়াছি। আমার মনে হয়, সব গৃহেই এইরূপ খেলা কোন না কোন সময় হয়।

কোন কোন সময় মা হাস্য স্বরূপ মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে থাকেন এবং "ঙ" "ঙ" করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ কোন ভ্রাতার নাম, অথবা স্বামী কিম্বা অন্য কোন আত্মীয়ের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শিশুকে বলেন যে, তিনি তাঁহাকে প্রহার করিতেছেন। ইহা

দেখিয়া দেড় দুই বৎসরের শিশু লাফাইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার হাত তোলে, যেন সে সেই ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, যাঁহার সম্বন্ধে মা বলেন যে, তিনি তাহাকে প্রহার করিতেছেন —অথচ মাকে বাঁচান ত দূরের কথা, শিশু কোন কোন সময় ভালরূপে হস্ত উত্তোলন করিতেও পারে না।

কিন্তু, ইহা কি জান? ইহা **প্রেমের অভিব্যক্তি।** শিশু ভাবে না যে—সে দুর্ব্বল, অক্ষম। মা তাহাকে আহ্বান করা মাত্র সে আপনার দুর্ব্বলাবস্থা ভুলিয়া যাইয়া মাকে সাহায্য করিতে দণ্ডায়মান হয়।

নবীর অবস্থা

এই অবস্থাই সে রাত্রি, সে মুহূর্ত্তে, সে পলে নবীদের উপস্থিত হয়। খোদাতা'লা বলেন, "হে আমার বান্দা, আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি। হে আমার বান্দা, জগত আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে। কে আছ, আমাকে রক্ষা কর।" তখন সেই অক্ষম, জীর্ণশীর্ণ বান্দা ক্ষুদ্র অবোঝ শিশুর ন্যায় মুষ্টি নিয়া দাঁড়ান এবং বলেন, "আমি রক্ষা করিব, আমি রক্ষা করিব।"

তারপর, তিনি শুধু মুখেই বলেন না, বরং **কাজে কর্ম্মে** তাঁহাকে রক্ষা করেন। শিশুর প্রেম পূর্ণত্ব-প্রাপ্ত নয়। হাস্য প্রণোদিত ব্যক্তি বাস্তবিক কোন থাপড় দিলে, শিশু কোথায় মাকে রক্ষা করিবে, সে দৌড়াইয়া যাইয়া মাকে জড়াইয়া ধরিবে এবং মাতৃ-ক্রোড়ে চাড়িবে।

কিন্তু, এ ব্যক্তি এমন যে, তাঁহাকে দুনিয়ার লোক মারে—হাতেও, পায়েও এবং দাঁতেও। চারিদিক হইতে তাঁহাকে 'লানত', অভিশাপ করা হয়। কিন্তু, তাঁহার দেহ একটুও নড়ে না, তিনি কোন চীৎকার করেন না। তিনি অবিরাম যুদ্ধ করেন।

পরিশেষে, খোদাতা'লার 'রহ্‌মত' অবতীর্ণ হয়। তিনি এক জন, এক জন, এক এক জন করিয়া বান্দাগণকে খোদাতা'লার দরবারে আনয়ন আরম্ভ করেন। সেই দুর্ব্বল ব্যক্তি শক্তি লাভ করিতে থাকেন। জিহ্বা বল সঞ্চয় করে। অপরিস্ফুট শব্দ মহা শক্তি সহ পরিস্ফুট হয়। বস্তুতঃ, সেই নিতান্ত দীনহীন ও তুচ্ছ বলিয়া পরিদৃষ্ট ব্যক্তি এমন প্রতাপান্বিত হইয়া পড়েন যে, মানবেরা তাঁহাকে ভয় করে এবং তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে কম্পমান হয়। তিনি ক্রমেই কোরবানী, আত্মোৎসর্গ করিতে থাকেন। পরিশেষে, আল্লাহ্‌তা'লার হুজুরে তিনি এক জমাত উপস্থিত করেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর খোদা—যাঁহাকে লোকেরা তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল—তাঁহার জন্য নব নব অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়—এদিকে, সেদিকে চতুর্দ্দিকে।

সেই যে খোদা, মসিহ্‌র ন্যায়, তাঁহার নবীকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, "হে আমার বান্দা! শৃগালদের গর্ত্ত থাকে, শূন্যে উড়িয়া বেড়ায় পাখীদের নীড় থাকে, কিন্তু আমার মাথা লুকাইবার যায়গা নাই"—তাঁহার জন্য, প্রথমতঃ, তিনি স্বীয় **অন্তরের দরজা** উদ্ঘাটন করেন এবং বলেন, "হে আমার প্রভো, আমার রাব্ব, এই গৃহ উপস্থিত।"

অতঃপর, তিনি অন্যান্য গৃহের অর্গল খুলিতে থাকেন—পাগলের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় খুলিতে থাকেন। ফলে, এক গৃহের পরিবর্ত্তে খোদার বহু গৃহ হইয়া পড়ে এবং খোদার রাজত্ব স্বর্গের ন্যায় পৃথিবীতেও স্থাপিত হয়। তারপর, এই সেল্‌সেলা ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

পরিশেষে, এমন সময় আসে, যখন খোদা, তাঁহার বান্দাকে বলেন, "বান্দা আমার, তুমি আমার বহু সেবা করিয়াছ। আমি মনে করি, তুমি চরম সেবা করিয়াছ। সুতরাং, তুমি যেমন আমার জন্য তোমার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়াছিলে এবং তোমার হৃদয় আমার গৃহে পরিণত করিয়াছিলে, তেমনি আজ আমি তোমাকে আমার গৃহে আহ্বান করিতেছি। আস, আমার নিকটে আসিয়া বস।"

খোদা তাঁহাকে আপন সকাশে তুলিয়া নেন এবং তিনি পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট ও গোলমাল হইতে অন্তর্হিত হন।

নবীর পর

নবীর অন্তর্দ্ধানের পর, পৃথিবীর বক্ষে যে বীজ বপন করা হইয়াছিল—তাহা নব প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। **নবুওত খেলাফতের আকার ধারণ করে।** খেলাফত কর্ত্তৃক আবার খোদার জন্য নব নব হৃৎ-জয় আরম্ভ হয়।

ইহাই এযুগে হইয়াছে। সুতরাং, আমরা এক আনন্দ-উৎসব দ্বারা কৃষকদের ভাষায় আমরা বলিয়াছি, আমরা প্রথম ফসল কাটিয়াছি। জান কি, আমরা অন্য কথায় কি বলিয়াছি? আমরা বলিয়াছি, ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, সেই বীজোৎপাদিত ফসল আমরা কর্ত্তন করিয়াছি। এখন, আমরা প্রথম ফসল হইতে যে শস্য-বীজ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা এক নব-শস্যের বীজ বপন করিতেছি।

এই **মহা-কার্য্য** আরম্ভ করিবার পর তোমরা বুঝিতে পার তোমাদের প্রতি কত মহা-দায়িত্ব চাপিয়াছে। তোমরা এখন এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছ যে, **একটি মাত্র** বীজ বর্দ্ধিত হইয়া যেমন এত বীজে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ এখন তোমরা এই সকল বীজ বর্দ্ধিত করিবে। প্রথম ফসল যে ভাবে বর্দ্ধন লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ তোমরা এই বীজ পরিবর্দ্ধন করিবে।

অতএব, আমরা **আনন্দোৎসব** করিয়া এই ঘোষণা করিয়াছি যে, এক বীজ হইতে যেমন লক্ষ লক্ষ বীজ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ এখন আমরা এই লক্ষ লক্ষ বীজ আবার **নূতন ভাবে** ভূমিতে বপন করিতেছি। ইহার অর্থ, সেলসেলা যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, সেইরূপ আমরা আগামী ২৫ কিম্বা ৫০ বৎসরে স্বাজিকার জমাতকে তত গুণ বৃদ্ধি করিব।

এই দায়িত্ব তোমরা গ্রহণ করিয়াছ, ইহা কোন সাধারণ দায়িত্ব নয়। বিগত ৫০ বর্ষে এক বীজ হইতে লক্ষ লক্ষ বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন, যে পর্যন্ত আগামী ৫০ বৎসরে এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটিতে পরিণত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা দায়িত্ব-মুক্ত হইব না।

আমরা আনন্দ-উৎসব না করিলে—এখন **"আল্-হাম্‌দো-লিল্লাহ্"** বলিবার সময় আসিয়াছে না বলিলে—আমরা **ইয়াকা-না'বুদো ও ইয়াকা নাস্‌তায়ীন্'** সম্বলিত জমানাতেও বিলম্ব করিতে পারিতাম। কিন্তু আমরা আনন্দ-উৎসব করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী শস্য কর্ত্তন করিয়াছি। বস্তুতঃ, এমতাবস্থায়, আমরা অন্য কথায়, পরবর্ত্তী ফসলের জন্য বীজ বপন করিয়াছি এবং আমাদের কাজ আবার প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

যখন এক বীজ হইতে এত শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, তখন আমাদের কি এই 'কাজ' নয় যে, আমরা এই বীজ এতগুণ বৃদ্ধি করিব, যত গুণ ইহা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হইয়াছে?

সুতরাং, নিশ্চয়ই এই আনন্দ-উৎসবের পর আমাদের প্রতি অতি গুরু দায়িত্ব চাপিয়াছে। কারণ, কি আত্ম-ত্যাগ, কি অর্থ-ত্যাগ, কি জ্ঞানের উন্নতি, কি তবলীগ, কি তালিম তরবিয়ত ও শিক্ষার উন্নতি, সংখ্যা পরিবৃদ্ধি ও জন উন্নতি—বস্তুতঃ, প্রত্যেক দিক দিয়া আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী শস্য কর্ত্তন ও অপর শস্য বপনের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছি।

কিন্তু, প্রথম ফসল শুধু **একটি বীজ** হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই দ্বিতীয় ফসল লক্ষ লক্ষ বীজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেজন্য যে পর্য্যন্ত আমরা এই **সঙ্কল্প** না করিব যে, এই লক্ষ লক্ষ বীজ সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করিব, যদ্বারা প্রথম বীজের গুণ হইয়াছিল—সে পর্য্যন্ত আমরা বলিতে পারি না যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

আর্থিক দিক দিয়া সেই ফসল শূন্য-ধনাগার হইতে আরম্ভ হইয়া লক্ষে লক্ষে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ফসল লক্ষ লক্ষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তারপর, সেই ফসল **একটি বাক্য** হইতে আরম্ভ হইয়া শত শত পুথি পুস্তকে পরিণত হয়। বর্ত্তমান ফসল শত শত গ্রন্থ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সুতরাং, এখন যে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা হইতে কোটি কোটি টাকা এবং শত শত পুস্তক হইতে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ গ্রন্থে পরিণত না হয়, আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

বস্তুতঃ, এই আনন্দ-উৎসব প্রতিপালন করিয়া আমরা এই ঘোষনা করিয়াছি যে, আমরা প্রথম ফসল কর্ত্তন করিয়াছি এবং সম্পূর্ণ নূতন ভাবে তৎ-লব্ধ বীজ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছি। আমার দেহের প্রত্যেক অণু কাঁপিয়া উঠে, যখন আমি ভাবি যে, জমাত কত **মহা-দায়িত্ব** গ্রহণ করিয়াছে।

যদি আমরা প্রথম ফসল কর্ত্তন না করিতাম, তবে আমাদের দায়িত্ব অল্প থাকিত। কিন্তু আমরা সেই ফসল কাটিয়া **"আল্-হাম্‌দো-লিল্লাহ্"** বলিবার পর, এখন

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

"ইয়াকা না' বুদো ও ইয়াকা নাস্‌তায়ীন" সম্বলিত দায়িত্ব সমূহ পালনের সরঞ্জামও আমাদিগকে যোগাড় করিতে হইবে।

সুতরাং, আমি জমাতস্থিত বন্ধুগণকে তাঁহাদের দায়িত্বের প্রতি আহ্বান করিতেছি।

এই জল্‌সার ফলে আমরা লক্ষ লক্ষ নূতন বীজ ভূমিতে বপণ করিয়াছি। এখন আমাদের কর্ত্তব্য, আগামী ২৫ কিম্বা ৫০ বৎসরে আমরা জমাতের আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন আনয়ন করি—কি লোক সংখ্যার দিক দিয়া—কি আর্থিক কোরবানীর দিক দিয়া—কি তবলীগের দিক দিয়া—কি শিক্ষার দিয়া। আজ হইতে ২৫ বা ৫০ বৎসর পরে যদি আমরা নূতন ফসলের তেমনি শানদার ফল না দেখাই যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ বর্ষীয় ফসলের ফল হইয়াছে, তবে আমাদের "আল্-হাম্‌দো-লিল্লাহ্" বলা অর্থ-শূন্য এবং 'ইয়াকা নাবুদো ও ইয়াকা নাস্‌তায়ীন' বলা মিথ্যায় পরিণত হইবে।

সুতরাং, জমাতস্থিত বন্ধুগণের মনযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিতেছি যে, এই জল্‌সার পরে তাঁহাদিগকে **নব-দায়িত্ব সমূহ** অত্যন্ত তেজবল, উৎসাহ ও মনযোগ সহকারে সম্পাদন করিতে হইবে। এখন আমাদের যে পরিমাণ প্রথম ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা হইবে, ইহাপেক্ষা অধিক না হইলেও অন্ততঃ সেই পরিমাণ নব শস্য উৎপন্ন হয়।

যদি পূর্ব্বে এক হইতে লক্ষ লক্ষ হইয়াছে, তবে এখন হইতে ৫০ বৎসর পর তাহা অবশ্য কোটি কোটি হইবে। আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যদি জমাত ১০।১২ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে আগামী ২৫ বৎসরে অন্ততঃ ১০।১২ গুণ, অবশ্য, বৃদ্ধি পাওয়া অত্যাবশ্যক।

ইহা কিরূপে সম্ভবপর? যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক আহ্‌মদী—কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি দুর্ব্বল, কি সবল—সকলেই যে পর্য্যন্ত এই দায়িত্ব গ্রহণ না করিবেন যে, প্রত্যেকেই আহ্‌মদিয়তের উন্নতির জন্য আপন সময় ব্যয় করিবেন এবং **জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য** হইবে 'এশাতে দ্বীন', 'এশাতে আহ্‌মদিয়ত'—ধর্ম্ম প্রচার, আহ্‌মদিয়ত প্রচার—সে পর্য্যন্ত ইহা সম্ভবপর নয়।

সেইরূপ, জ্ঞানোন্নতি কখন সম্ভবপর? যে পর্য্যন্ত আমাদের জমাতের প্রত্যেক ব্যক্তিই ধর্ম্ম শিক্ষা ও ধর্ম্ম কথা শোনা ও পড়িবার প্রতি মনযোগী না হয়, ইহা সম্ভবপর নহে।

সেইরূপ, আর্থিক কোরবানী কখন সম্ভবপর? যে পর্য্যন্ত আমাদের জমাতের প্রত্যেক ব্যক্তিই শুধু অধিক চেয়ে অধিক কোরবানীই না করে, বরং প্রত্যেকেই খরচও দিয়ানতদারীর সহিত না করে—ইহা সম্ভবপর নহে। অর্থ দুই দিক দিয়াই বৃদ্ধি পায়। অধিক কোরবানী দ্বারাও বৃদ্ধি পায় এবং দিয়ানতদারীর সহিত খরচ করিলেও বৃদ্ধি পায়।

রসুল করীমের একটি ঘটনা

রসুল করীম (সাঃ) একবার এক ব্যক্তিকে একটি দিনার দিয়া বলিলেন, 'কোরবানীর একটি ছাগ কিনিয়া আন।' সে বলিল, "অতি উত্তম"। কিছুক্ষণ পর, সে আসিয়া বলিল, 'হে রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ), "এই ত ছাগ।" সে সঙ্গে সঙ্গে দিনারটিও প্রত্যার্পণ করিল। রসুল করীম (সাঃ) আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "একি?"

সেই ব্যক্তি বলিল, "হে রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ), মদিনা সহর বলিয়া এখানে জিনিষের মূল্য বেশী। আমি ১০।১২ মাইল বাহিরে চলিয়া গেলাম। সেখানে অর্দ্ধমূল্যে ছাগ বিক্রয় হইতেছিল। আমি ১ দিনারে দুইটি ছাগ কিনিয়া রওয়ানা হইলাম। পথে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যাৎ হইল। ছাগগুলি তাহার পছন্দ হওয়ায় সে জিজ্ঞাসা করিল বিক্রয় করিব কি না, বিক্রয় করিলে সে একটি ছাগ কিনিবে। আমি একটি দিনার লইয়া একটি ছাগ তাহাকে দিলাম। এখন ছাগ, দিনার উভয়ই উপস্থিত।"

রসুল করীম (সাঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন, "খোদা তোমাকে 'বরকত' দিন।" সাহাবাগণ বলেন যে, এই দোয়ার ফলে সে এমন 'বরকত' লাভ করিল যে, সে মাটীতে হাত রাখিলে তাহা স্বর্ণে পরিণত হইত এবং লোকেরা অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে তাহাদের অর্থ প্রদান করিত, যেন সে তাহা বানিজ্যে ব্যবহার করে। কোটি কোটি টাকা তাহার নিকট জমা হইল।

অর্থ-নীতি

তবেই, ভালরূপ খরচ দ্বারাও অর্থ বৃদ্ধি হয়। অর্থ বৃদ্ধির শুধু এই উপায়ই নয় যে, এক টাকায় দুই টাকা হয়। যদি তোমরা এক টাকার কাজ ॥০ আনায় কর, তবু তোমাদের দুই টাকাই হয়। যদি তোমরা এক টাকার কাজ ॥০ আনায় নির্ব্বাহ কর এবং আর এক টাকা উপার্জ্জন কর, তবে তোমাদের দুই নয়, চারি টাকা হইয়া পড়ে।

অতএব, তোমরা শুধু এই বিষয়ে যত্নবান হইবে না যে, আর্থিক কোরবানী বৃদ্ধি লাভ করে, বরং ব্যয় সঙ্কোচের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে; আমি কর্ম্ম-বাহকগণের মনযোগ বিশেষরূপে এদিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন টাকার কাজ আধুলীতে করিতে চেষ্টা করেন।

ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম

বস্তুতঃ, এখন আমাদের নিকট যে জমাত বিদ্যমান, এখন আমাদের নিকট যে অর্থ আছে, এখন আমাদের নিকট যে তবলিগী উপকরণ আছে, এখন আমাদের যে শিক্ষা ও তালিম তরবিয়ত—এ সকলই প্রথম পর্য্যায়ের ফল স্বরূপ মনে করিয়া ভবিষ্যৎ ৫০ বৎসরে আমাদের জমাতের উন্নতির জন্য অগ্নিময় প্রচেষ্টা আবশ্যক—যেন ভবিষ্যৎ ৫০ বৎসরে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আমাদের সংখ্যা বাড়ে, আমাদের অর্থও বৃদ্ধি হয়, আমাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি হয়, আমাদের

তবলীগও বৃদ্ধি হয়—সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হয়, যে অনুপাতে তাহা প্রথম ৫০ বর্ষ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

যদি আমরা এইরূপে চেষ্টা না করি, তবে সে পর্য্যন্ত কখনো আমাদের নূতন ফসল সফলতা লাভ করিয়াছে বলিয়া বলা যাইবে না। কিন্তু ইহা তেমনই অসম্ভব যেমন, যেমন আজ হইতে ৫০ পূর্ব্বে প্রতীমান হইত।

তখন খোদার **একজন নবী** উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য, তখন কোন আহমদী ছিল না। কিন্তু, খোদাতা'লার নবী পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি এই পয়গাম, এই বার্ত্তা নিয়া পৃথিবীতে দণ্ডায়মান ছিলেন! কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে সেই নবী বিদ্যমান নহেন। সেজন্য আমাদের ধ্বনিতে সে প্রভাব নাই—যে প্রভাব তাঁহার ধ্বনিতে ছিল।

সুতরাং, আমাদিগকে আরো **উচ্চকণ্ঠে নিনাদ** করিতে হইবে। আমাদিগকে অধিকতর কোরবানী করিতে হইবে।

দোয়া কর

অতএব, দোয়া কর। আল্লাহ্‌-তা'লার দরজা আলোড়ন কর। স্মরণ রাখিবে, যে পর্য্যন্ত জমাত **দোয়ায় একীন** রাখিবে এবং দৃঢ়তম আস্থাবান থাকিবে—যে পর্য্যন্ত তোমরা প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্‌-তালার নিকট **শক্তি ভিক্ষা** করিবে—সে পর্য্যন্ত তোমাদের কাজে আশীষ ও **'বরকত'** থাকিবে।

যে দিন তোমরা এই মনে করিবে যে, এ সকল তোমাদের পরিশ্রমের ফল, যেদিন তোমরা মনে করিবে যে, এই উন্নতি তোমাদের প্রচেষ্টার ফল—সে দিন হইতে তোমাদের ক্রিয়া হইতে **'বরকত'** বিদায় হইতে থাকিবে।

তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আজ তোমাদের চেয়ে কত শক্তিশালী জাতি সমূহ বিদ্যমান। কিন্তু, তাহাদিগকে কেহ ভয় করে না। তোমাদিগকে লোকে ভয় করে। ইহার কারণ কি?

ইহার এক মাত্র কারণ, তোমরা সেই তারের ন্যায়—যাহার পশ্চাতে বিদ্যুতের শক্তি থাকে। যদি তার মনে করে যে, লোকে ইহাকে ভয় করে, তবে ইহা তাহার বাচালতা মাত্র। কারণ, লোকে তারকে ভয় করে না। ভয় করে বিদ্যুতকে, যাহা ইহার পিছনে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ বিদ্যমান থাকে, একজন শক্তিশালী ব্যক্তিও তারের উপর হাত রাখিলে তাহার হাত দগ্ধ হইবে। কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকিলে, একজন দুর্ব্বল ব্যক্তিও, সেই তার ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে।

সুতরাং, **আল্লাহ্‌-তা'লার সহিত সম্বন্ধ দৃঢ় কর।** এই বিদ্যুৎ তোমাদের মধ্য হইতে বহির্গত হইতে দিও না। ইহা বর্দ্ধিত কর এবং উন্নত কর। তবেই, শুধু তোমরা সফলতা লাভ করিতে পারিবে এবং উন্নতর ও শ্রেষ্ঠতর ভাবে নব শস্য লাভ করিবে।

কিন্তু, এই বিদ্যুৎ বাহির হইয়া গেলে, তোমরা কিছুই রহিবে না। অবশ্য, যদি এই বিদ্যুত থাকে, তবে জগতের কোন শক্তি তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। তদবস্থায়, তোমাদের এই যে সঙ্কল্প, তোমরা আগামী ৫০ বৎসরে সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িবে—অসম্ভব হইবে না। কারণ, কাজ করিবেন খোদা। খোদার জন্য কিছুই অসম্ভব নয়।

বিনা মূল্যে 'আলফজল' জুবিলী সংখ্যা

আহমদী জুবিলী সংখ্যা বহু প্রবন্ধ সম্ভার ও প্রায় তিন ডজন ফটো প্রকাশিত হয়। যিনি স্থায়ীভাবে আল্‌ফজলের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তিনি বিনামূল্যে এসংখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।

তবলীগের জন্য ইহা উৎকৃষ্ট উপাদান। যাঁহারা তবলীগের উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যা আনয়ন করিবেন, তাঁহারা অর্দ্ধ-মূল্য ।০ আনায় প্রাপ্ত হইবেন। সমস্ত পত্রাদি "ম্যানাজার, আলফজল, কাদিয়ান" ঠিকানায় লিখুন।

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান—হজরত আমীরুল্-মোমেনীন (আইঃ) সফরে আছেন। বোম্বাই হজরত সাহেব রেডিও সহযোগে এক বক্তৃতা করেন। মিনারাতুল্-মসিহ্‌র উপরে মেশিন স্থাপন করিয়া কাদিয়ানের নরনারীগণ তাহা শ্রবণ করিয়াছেন।

জনাব আমীর সাহেব কাদিয়ান অবস্থান করিবার জন্য হজরত আমীরুল্ মোমেনীন খলিফাতুল্-মসিহ্ সানীর (আইঃ) অনুমতি গ্রহণ করিয়াছেন।

অপাততঃ, জেনারেল সেক্রেটারী—কাদিয়ান সদরের মোবাল্লেগ জনাব চৌধুরী মোজাফ্‌ফর-উদ্দিন সাহেব ঢাকা সদরে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাদেশিক আঞ্জোমনের যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

সদরের অপর মোবাল্লেগ জনাব মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব জনাব নাজের সাহেব দাওয়াত-ও-তবলীগের আদেশ মতে, ইদানিং কাদিয়ান হইতে রওনা হইয়াছেন এবং উড়িষ্যা আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার পর আশা করা যায়, যে তিনি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিবেন।

'আহ্‌মদীর' সম্পাদক সাহেব 'দারুল্-আমান' কাদিয়ানেই অবস্থান করিতেছেন। আপাততঃ, ১৬ ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাঁহার ছুটি।

কলিকাতার সদরের মোবাল্লেগ জনাব মৌলানা মোহাম্মদ সলীম সাহেব জুবিলী উপলক্ষে কাদিয়ান যাওয়ার পর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সম্প্রতি, তিনি কাদিয়ান হইতে বাহিরে পাঞ্জাবেই এক 'মোবাহাসায়' যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে অন্য কেহ নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

দারুৎ-তবলীগ (ঢাকা)—ছাত্রেরা সকলেই উৎসাহের সহিত পড়া শুনা করিতেছেন। ৩ রা মার্চ্চ অমোসলমানদের মধ্যে তবলীগ উপলক্ষে জনাব জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার প্রণীত "যুগাবতার" পুস্তিকা খানি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ কার্য্যে বিশেষভাবে ব্যপৃত আছেন। খোদা-তা'লা ইহাকে মকবুল করুন।

ভ্রমসংশোধন—দুঃখের বিষয়, ১৫ই ফেব্রুয়ারীর 'আহমদীতে,' বহু মুদ্রণ-ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। 'আহমদীর' বর্ত্তমান পরিচালক বিশেষ ছুটিতে কয়েক দিন অনুপস্থিত থাকায় এবং প্রুফ্ দেখিতে না পারায় এই প্রমাদ ঘটিয়াছে। খোদা গফুর রহীম। ইন্‌শাল্লাহ্, ভবিষ্যতে আমরা সতর্ক হইব।

দৃষ্টান্ত-স্থলে, কয়েকটি বিশেষ ভুল এই :—

৪৩ পৃঃ ৩য় ছত্রে 'হইয়াছে' শব্দের পর 'দাঁড়ী' না হইয়া 'কমা' হইবে। ঐ ২য় কলম, ১৮ ছত্র, 'বিসর্জ্জিত' স্থানে 'বিবর্জ্জিত' হইবে।

৪৬ পৃঃ ১ম কলম, ১২ ছত্র 'পর্য্যার' স্থলে 'পর্য্যায়' হইবে। ৪৮ পৃঃ, ২য় কলম, ৭ম ছত্র 'উদ্রেগ' স্থলে 'উদ্রেক' এবং 'সাধারণের' স্থলে 'সমাধানের' হইবে।

৫১ পৃঃ, ২য় কলম, ৯ম ছত্র 'কিম্বা' শব্দের পর 'বাম' শব্দ হইবে এবং 'কোন' শব্দের পর 'উত্তম' শব্দ হইবে।

৫৮ পৃঃ, ২য় কলম, ২৭ ছত্র, 'আকণ্ঠিত' স্থানে 'আকর্ষিত' হইবে এবং টীকার ২য় ছত্রে, 'পূর্ব্ব-পুরুষদের' স্থানে 'পূর্ব্ব-পুরুষ' হইবে।

৫৯ পৃঃ টীকা, ১ম ছত্র, দাঁড়ীর পর 'কলিকাতা' শব্দ হইবে। ৩য় ছত্র, version শব্দের পর 'এ' হইবে এবং ৫ম ছত্রে 'অনুনিত' শব্দ 'অনুমোদিত' হইবে এবং 'দজ্জাল' শব্দে 'রেফ্' হইবে না।

৬০ পৃঃ, ২য় কলম, ১৬ ছত্র, 'স্তাম্বল' স্থানে 'স্তাম্বুল' এবং ১৭ ছত্র, 'শাস্তি' স্থানে 'শক্তি' হইবে।

৬৪ পৃঃ ২ কলম, ২০ ছত্র 'থাকে' স্থলে 'থাক' হইবে।

বাঁকুরায় তবলীগ—কোরেশী মোহাম্মদ হানিফ সাহেব ১৮।২।৪০ তারিখে সংবাদ দিতেছেন যে, তথায় তবলীগ জোর চলিতেছে এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী মৌলবী আব্দুস সামাদ নামীয় এক জন পোষ্টেল ক্লার্ক পবিত্র সেলসেলায় যোগদান করিয়াছেন।

মালাবারে তবলীগ—মৌলবী আবদুল্লাহ্ সাহেব, মোবাল্লেগ সেল্‌সেলা আহমদীয়া আজকাল মালাবারে কাজ করিতেছেন। পিঙ্গাড়ী নামক স্থানে কতিপয় দিবস অবস্থান ও জমাতের এস্‌লাহ করিবার পর তিনি কালাম্বুর গমন করেন। ৩রা মার্চ্চ তবলীগ দিবসের পর তিনি ত্রিবাঙ্কুর যাইবেন। মৌলবী সাহেব মলায়াম ভাষায় একখানি ট্রাক্ট লিখিয়াছেন। ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে পিঙ্গাড়ীতে এক জন মহিলা ও ত্রিবাঙ্কুরে দুই জন পুরুষ সেলসেলায় যোগদান করিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে জনাব শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাহ্-দীন সাহেবের পত্র ও পুস্তকের সাহায্যে তবলীগের ফলে একটি জমাত কায়েম হইয়াছে।

হজরত আমীরুল্-মোমেনীনের খেদমতে অভিনন্দন-পত্র

(করাচী)

বর্ত্তমান হিজ্‌রী শাম্‌ছি সনের "তবলীগ" মাস মোতাবেক ইংরেজী সনের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ই তারিখ বিকাল ৪ ঘটিকার সময় করাচীতে সেন্সর অফিসার কেপ্টেন সোলতান আহ্‌মদ সাহেব হজরত আমীরুল্-মোমেনীন খলিফাতুল্ মসিহ্‌কে (আইঃ) নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এক টী পার্টির আয়োজন করেন। ইহাতে স্থানীয় অনেক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা গেল :—

(১) কর্ণেল বিগেম, মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের চিকিৎসক,
(২) মেজর এস্, ভি, পামার,
(৩) কেপ্টেন রিভেট কার্ণেট, বলুচ রেজিমেণ্ট,
(৪) মিসেজ রিভেট কার্ণেট,
(৫) মিঃ নওটন,
(৬) মিসেজ, নওটন,
(৭) মিঃ, হালিফাক্‌স, আই, সি, এস্,
(৮) মিঃ, এ, কে, আহ্‌মদী, আই, এম্, এস্,
(৯) সেখ কাজিম আদ্-দাজাওলী, কন্‌সাল, ইরাক,
(১০) মিঃ, রৌফ আফিন্দি, সেক্রেটারী ইরাক কন্‌সাল,
(১১) খাঁন সাহেব মোহাম্মদ আকবর, সিভিল সেন্সার অফিসার,
(১২) খাঁন সাহেব আল্লাহ্-বক্‌স " " " "
(১৩) লেফ্‌টেনেণ্ট খালেদ হামিদ, সেন্সার অফিসার,
(১৪) " গোলাম সারওয়ার, " "
(১৫) খাঁন সাহেব মৌলবী ফারজন্দ আলী খাঁন,
(১৬) নবাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ খাঁন সাহেব, মালীর কোটলা,
(১৭) ডাক্তার হাশ্‌মতুল্লাহ সাহেব প্রভৃতি।

চা-পানের পর কেপ্টেন রিভেট কার্ণেট হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতল-মসিহ্‌র (আইঃ) খেদমতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। ইহার উত্তরে হজরত আমীরুল-মোমেনীন বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারতবাসীর কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ভারতবাসী ইহাতে যোগদানের আবশ্যকতা বিষয়ে বর্ণনা করেন।

আহ্‌মদী জমাতের সংখ্যা নির্ণয়

এবার সমগ্র আহ্‌মদী জমাতের লোক সংখ্যা নির্ণয় করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কাদিয়ান সদর আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার নাজের সাহেব উমুরে-আম্মা এ বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতেছেন। বঙ্গদেশের আহ্‌মদী আঞ্জোমন সমূহ অতি তৎপরতার সহিত নিজ নিজ স্থানের আহ্‌মদী লোকসংখ্যা জানাইতে সচেষ্ট হইবেন। লিষ্ট প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) ক্রমিক নম্বর, (২) নাম, (৩) পিতার নাম, (৪) কৌমের উল্লেখ, (৫) বয়স, (৬) ব্যবসা, (৭) পদবী, (৮) শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, (৯) বাসস্থান ও ঠিকানা, (১০) মর্ত্তব্য।

তারুয়া আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়া
বার্ষিক অধিবেশন

খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহে চলিত মাসের ১৮।১৯শে 'তবলীগ' হিঃ শঃ, মোতাবেক ১৮।১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ইং আমাদের তারুয়া আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার ৮ম বার্ষিক অধিবেশন অতি সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে আহ্‌মদী ভাইগণ ইহাতে যোগদান করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তন্মধ্যে মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদীম বি-এল, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জিলা আঞ্জোমন; মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, আহ্‌মদীয়া মিশনারী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী; মৌলবী তালেব হুসেন সাহেব, প্রেসিডেণ্ট আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া প্রেমারচর, জিলা ময়মনসিংহ; মৌলবী ছৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব, জায়ীম খোদ্দামোল্-আহ্‌মদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং জনাব মৌলবী হায়দর আলী পণ্ডিত সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সুযোগে স্থানীয় মহিলাদের একটি সভা ১৯শে তারিখ পূর্ব্বাহ্নে সফলতার সহিত সম্পন্ন হয়। আল-হামদু-লিল্লাহ্।

খাকছার—
আহ্‌মদ আলী
প্রেসিডেণ্ট, আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া
তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ত্রিপুরা)